বাসন্তিকা—শুন্‌তে দোষ কি, বল না, আমাকে বল্‌বে তার ভাবনা কি, আমিতো আর ইন্‌ডাইট করব না।

বসন্তক—তুমি ইন্‌ডাইটের বাবা কর্‌বে, প্রকাশ কোরে ফেল্‌বে, মেয়ের পেটে কি কথন কথা থাকে ?

বাসন্তিকা—তবে তোমার ভাত তুমিই রাঁধ গে, আর তোমার চূড়াটা তুমিই ঝাড় গে। (রাগভরে গমনোদ্যোগ) আমি চল্‌লাম।

বসন্তক—আর যেতে হবে না, শোন শোন (ধারণ)।

বাসন্তিকা—কি বল।

বসন্তক—সাহেবের সঙ্গে আলাপ কোত্তে যাব গো, সাহেবের সঙ্গে আলাপ কোত্তে যাব।

বাসন্তিকা—সাহেবের সঙ্গে আলাপ কোরে কি হবে ?

বসন্তক—সাহেবের সঙ্গে আলাপ কোরে কি হবে ! খেপীর কথা শুন্‌লে ! সাহেবের সঙ্গে আলাপ কোল্লে সব হবে।

বাসন্তিকা—সবটা কি শুন্তে পাই নে ?

বসন্তক—কেন পাবে না,—হাকিম হতে পার্‌ব।

বাসন্তিকা—বটে ? মেজেষ্টর ?

বসন্তক—মদগর্ব্বে হুঁ।

বাসন্তিকা—অনারেবল ?

বসন্তক—হুঁ।

বাসন্তিকা—বাহাদুর ?

বসন্তক—হুঁ।

বাসন্তিকা—রাজা বাহাদুর ?

বসন্তক—হুঁ।

বাসন্তিকা (হাসিয়া) সত্যি ! তবে আমিও রাণী হব।

বসন্তক—হুঁ।

বাসন্তিকা—তবে তুমি রাজা খেতাপ নিও।

বসন্তক—দূর খেপী, রাজা খেতাবের বড় খরচা।

বাসন্তিকা—খেতাবের খরচা কি, খেতাব তো হাতীর মত খায় না।

বসন্তক—সর্ব্বনাশ ! তা বুঝি জান না, আজ কি না, ভূতের মা মোরেছে, ১০০০ টাকা সহী। কাল কি না, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, ২০০০ টাকা সহী। পরশু কি না, ভূতের পিণ্ডি দিতে হবে, ১০,০০০ টাকা সহী। ভূতের খরচা দিতে দিতে ঘরের ঢেঁকী বিকিয়ে যাবে, আবার তাতে কুমার আসছেন। "বাহিরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন" হবে।

বাসন্তিকা—তবে তোমার ইংরেজের সঙ্গে আলাপ কোরে লাভ কি হবে ?

বসন্তক—কেন কি হবে না, যা মনে করব তাই হবে।

বাসন্তিকা—তুমি তবে কি মনে কোরেছ, বল দেখিন।

বসন্তক—এই মনে করেছি, আমাদের "বসন্তক" ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক করব।

বাসন্তিকা—সর্ব্বনাশ! (বদনে বসন দিয়া হাস্য)

বসন্তক—এর ভিতর সর্ব্বনাশটাই বা কি, হাসিই বা কি! ছেলেদের মাথা তো খাবার জন্যেই হোয়েছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের ছেলের মাথা ইংরেজেরা খাচ্চে, নয় আমি খেলুম। যাদের মাথা তাদেরি গেল, আমারতো পেট্টা ভোল্ল। মনে কর "লেথব্রজ সাহেবের" ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত, এক্ষণে ছাত্র মাত্রকেই পড়্‌তে হচ্চে, কিন্তু সে বিষয়ে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রে লেখে যে, তাহা অত্যন্ত নীরস ও তাহার ঘটনাবলিও অনাবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এই পুস্তকের বিক্রয় ও আদরের আর সীমা নাই। কেবল ইংরেজী পাঠার্থী ছাত্রদের মাথা খেয়ে সন্তুষ্ট হন নাই, আবার তার বাঙ্গলা অনুবাদ কোরে বাঙ্গলা পাঠার্থী ছাত্রদের মাথা খাবেন। লেথব্রজ কৃত বাঙ্গলা ইতিহাসের অনুবাদ আমরা দেখেছি, তার বাঙ্গলা প্রকৃত ফিরিঙ্গী বাঙ্গলা হয়ে উঠেছে। আমার পুস্তক তো তার চেয়ে ভাল হবে, এতে নিদেন রসরঙ্গটাও তো থাক্‌বে? ভাল মন্দ বিবেচনা করে কি পুস্তক ধরাণ হয়? এ কেবল ছোটকর্ত্তা ও বড় বড় সাহেবের অনুগ্রহে হয়।

বাসন্তিকা—সে কি! বিদ্যাবিভাগে, পুস্তকের ভাল মন্দ বিচারের জন্যে একটি কমিটি অর্থাৎ সভা আছে যে!

বসন্তক—ওগো এ কমিটির মেম্বর তারা আপনারাই; যারাই রক্ষক তারাই ভক্ষক। একবার ছোট কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ কোত্তে পারিতো, আমিও ঐ কমিটির সভ্য হতে পারি, তা হোলে আর কে রাখে! লেথব্রজ সাহেবের পুস্তক শুন্‌তে পাই ৩০,০০০ কাপি বিক্রী হয়েছে, আমাদের ১০,০০০ কাপি তো বিক্রী হবে, তা হোলে বাসন্তিকা তোর আমি সোণার মল গড়িয়ে দি।

বাসন্তিকা—তা হোলেত হয়, কিন্তু তোমার তো আর ছোটকর্ত্তার সঙ্গে আলাপ নেই।

বসন্তক—উরিরি চেষ্টায় যাচ্চি।

বাসন্তিকা—তোমার আর কোন ইংরেজের সহিত আলাপ আছে?

বসন্তক—তাত বড় নেই, তবে দু এক জন উকিল কৌন্‌সুলি, আর দু এক জন পাদরী ভায়ার সঙ্গে আলাপ আছে!

বাসন্তিকা—তাদের সুপারিসে কি হবে!

বসন্তক—তা হবে না বটে, তবে ডভ সাহেব থাক্‌লে কিছু কাজ হোত, তিনি উন্নত ব্রাহ্মদের লরেন্স সাহেবের নিকট বোলে দিয়েছিলেন।

বাসন্তিকা—তবে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন।

বসন্তক—তারা দেবে না, তারা নিজেদের দল ভিন্ন আর কাকেও দেয় না।

বাসন্তিকা—তবে কি করবে বল দেখিন।

বসন্তক—তবে শোন, আমি রামজামা পোরে প্রত্যহ প্রত্যুষে বিলাতী চক্করে গিয়া দাঁড়াব, সাহেবেরা প্রত্যহ হাওয়া খেতে বেরুবে, আমি সেলাম কোরে সেখানথেকে খিদিরপুরে গিয়ে ছোটকর্ত্তার দ্বারে দাঁড়াব,তিনি বার হোলেই তাঁকে সেলাম কোরে বড় কর্ত্তার দ্বারে দাঁড়াব, তাঁকে সেলাম কোরেই লালদিঘীতে গিয়া দুপটি সেলাম কোরে ঘরে আস্ব, এক দিন না এক দিন এক জনের নজরে পড়ে যাব, তা হোলে আর পায় কে! কিন্তু আর একটি হলে এত দূর কষ্ট কর্‌তে হয় না।

বাসন্তিকা—কি বল না?

বসন্তক—ইংরেজেরা স্ত্রীলোককে বড় সম্মান করে, তুমি যদি (নয় কিছু টাকা লাগ্‌বে) একটি ভাল পেশোয়াজ পোরে আমার সঙ্গে যাও, তা হোলে এক দিনেই কর্ম্ম ফিকেস হয়।

"মরণ আর কি" বলিয়া বাসন্তিকা রাগভরে চলিয়া গেলেন; আমার সাধের "বসন্তক" তবে আর (টেক্‌ষ্টবুক) "পাঠ্যপুস্তক" হোল না।

সংবাদ।

কাশ্মীরের মহারাজ দুই খানি রাজশকট কলিকাতায় নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, বোধ হয় প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের আগমন জন্য হইবেক। কিন্তু "পায়নিয়ার" বলেন যে, মহারাজ গত বারে লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া লাট সাহেবের আতিথ্য সেবায় ও সৌজন্যে এত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর আসিয়া শীতের কিয়দংশ কলিকাতায় কাটাইবেন মনস্থ করিয়াছেন, ঐ শকটারোহণে বায়ুসেবন করিবেন।" কলিকাতার জল বায়ু রাজারাজড়ার পক্ষে অতীব অস্বাস্থ্যকর; লক্ষ্ণৌর নবাবের অদ্যাবধি কলিকাতার জল বায়ু সহে নাই, কলিকাতার বাহিরে থাকিতে হয়! সাবধান, ভোলা কুবুদ্ধি!

রবার্ট নাইট সাহেব বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটেরি পদ "সমানে" ত্যাগ করিয়াছেন। "কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী" এ হেঁয়ালিটি আজ কাল অনেক সম্পাদক ভুলিতেছেন দেখিতে পাই।

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীযু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য়. পর্ব্ব। চতুর্থ সংখ্যা।

ডাকমাস্থল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

মীমাংসা তত্ত্ব।

নমঃ বিষ্ণু নমঃ বিষ্ণু! কি আপদেই পোড়েছি, ব্রাহ্মণী এসে বল্‌লেন মাছে পোকা পোড়েছে; আর মাছ খাওয়া হবে না। হেঁয়ালীতে বলে যে "জেন্ত মাছে পোকা পড়ায়" একথ' কি সত্য হোলো? আর সত্য হোক বা নাই হোক, মাছ না খেলেতো আর পেটের পীড়ায় বাঁচ্‌ব না, বাঙ্গালী মানুষ শাক মাছ খেয়েই প্রাণধারণ করি, মাছ না খেলে বাঁচবো কেমন কোরে। রেগে বল্‌লাম "যে বলে তার মুখে পোকা পোড়েছে"। বাসন্তিকা কহিলেন "না গো না, মিছে কথা নয়, সত্যি সত্যি, এই আমি দেখে এলাম।"

আমারতো মনে বড় ভয় হোলো, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কি তর দেখ্‌লে।"

বাসন্তিকা কহিলেন "আমি যেই মাত্র মাছের পেটটি কেটেছি, অম্‌নি দেখি না পোকা!

আমি অবাক্ হোয়ে বল্‌লাম "কি পোকা? কি পোকা?"

বাসন্তিকা কহিলেন "ঝিঁঝিঁ পোকা।"

আমি বল্‌লাম "কটা।"

বাসন্তিকা দুই হাতের সমস্ত অঙ্গুলি বিস্তার করত দেখাইয়া কহিলেন "দশটা. দশটা।"

আমি তখন হাঁপ ছেড়ে বল্‌লাম "এই-আমি মনে করি আর না কি হবে। এখন আমার যদি কেহ পেট

কেটে দেখেতো কত কলা, মূলা, পেয়ারা, সন্দেশ দেখ্‌তে পায়, তাই বোলে বুঝি আমার পেটে কলা মূলা ফল্‌চে। মাছে পোকা খায় গো পোকা খায়, তা না হোলে বোল্‌তার টীপ দিয়ে, কেঁচো দিয়ে, আর্শুলার টোপ দিয়ে আর মাছ ধরা যেত না। তবে যদি পোকা পোড়েছে অর্থে "পেটে অন্ন পোড়েছে; ছেলের পেটে দুগ্ধ পোড়েছে" অর্থ কর, তা হোলে এক দিন হোতে পারে।

বাসন্তিকা হাসিয়া কহিলেন "ওগো তা নয় গো তা নয়, তা হোলেতো বাঁচতুম, সে দিন "পেট্‌রিয়টের" দিদী মাছ কুট্‌ছিল, সে বোল্লে যেই মাত্র দুফালা কোরেছি, অমনি শিরদাঁড়াতে দেখি, যে পোকা থুক্‌ থুক্‌ কোচ্চে। যে গোল গোল লেজওয়ালা পোকাগুলা নর্দ্দামায় দেখা যায়, সেই পোকাগুলা, ইংরেজীতে তাকে নাকি ম্যাগট বলে।" আমার শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল, "হরি হরি! থু থু! এ কথাতেই যে বিম্ব জন্মে গেল! নিজে খাস বা নেই খাস, পরের বিম্নি জন্মাস কেন, বল্‌লাম, "ওগো ও বড় লোকের কথা, তাদেরি মুখে ভাল সাজে, তারা মাছ ছেড়ে মাস খাবে, তাদের কথা ছেড়ে দাও।"

বাসন্তিকা কহিলেন "ওগো তারা শুধু বল্‌লে বাঁচ্‌তাম, আবার 'পত্রিকায়' ঐ কথা বলে।

আমি বল্‌লাম "বটে, তবেতো ঠিক হোয়েছে, বাগবাজার না হোলে আর এমন গাঁজাখুরি গল্প কোথা থেকে বার হয়।"

বাসন্তিকা কহিলেন, ওগো ন্যাশন্যালও "ঐ কথা বলেন।"

আমি বল্‌লাম, "ওগো তারা পাগল গো পাগল, বেড়িকাটা।"

বাসন্তিকা কহিলেন "ওগো মিরারও ঐ কথা বলেন যে।"

আমি রেগে বল্‌লাম "বলুন গে, কার কি বোয়ে গেল, তারা নিজেরা অহিংসা পরমধর্ম্ম বোলে আমিষ ত্যাগ কোরেছে, এই স্থত্রে আমাদেরও বৈষ্ণব করতে চায়, তুমি বিট্‌লে পাদ্‌রি গুলাদের কথা শুন না, দুর্ভিক্ষের সময় এক এক মুটা চাল দিয়ে অনেক কন্‌ভার্ট কোরেছে, ওরা হাটের নেড়া, এই রকম হুজুগ চায়।"

বাসন্তিকার অল্প রাগ হইল, রাগ ভরে কহিলেন "দুদিন মাছ না খেলে কি বোয়ে যাবে, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি খাও গে, আমি আর খাব না।"

আমারও রাগ হোলো, রাগই পুরুষের লক্ষণ, কোমর বেঁধে উঠে বল্‌লাম "তুমি খেপেছ, বাজে লোকের কথা শোন কেন; যিনি আমাদের কলিকাতার

স্বাস্থ্যরক্ষক টনিয়র সাহেব, তিনি তত্ত্বাবধারণ কোরে কি মত দিয়েছেন, শুনেছ।”

বাসন্তিকা সাহেবের নাম শুনিয়া অল্প শান্ত হইয়া কহিলেন “কেন, তিনি এ বিষয়ে কোন মত দিয়েছেন নাকি।” আমি বল্‌লাম “দেন নিতো কি, তা না হোলে তাঁকে এত টাকা দিয়ে রাখবার আবশ্যক কি, তিনি কুষ্টে অবধি গিয়ে প্রায় ১০০ ইলিশ মাছের পেট চিরে ডিম খেয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। একটিতেও পোকা ছিল না, কেবল দু একটা মৃগেল মাছের গায়ে পোকা পেয়েছিলেন, কিন্তু মৃগেল মাছের গায়ে যে পোকা হয়, তা আমরা অনেক কাল জানি, তিনি ইংরেজ বোলে জান্‌তেন না। তবে বাসন্তিকে, সব শুন্‌লেত, “গগনে ফাল্‌গুনে ফেনে গন্ধমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।”

বাসন্তিকার ডাক্তার টনিয়ার সাহেবের মতে যত না হোক, আমার সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তিতে অনেকটা ভক্তি জন্মিল। কহিলেন, সত্যি কিন্তু সে দিন শুন্‌লাম, ফিভরহাঁস্‌পাতালে নাকি যে সকল মাছ এনেছিল, সে সমস্তেই পোকা বার হোয়েছে। এটা কি সত্যি?”

আমি বল্‌লাম, যে ভর লোক লেগেছে, জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াবে, আশ্চর্য্য কি।”

বাসন্তিকার মনটা দোমনা হোলো, কহিলেন, আচ্ছা, ইংরেজী কাগজ ওয়ালারা কি বলে।

আমি বল্‌লাম “তারা আর কি বল্‌বে, কাজীর কাছে হিঁদুদের তো পরব নাই; ইংরেজেরা বড় তো একটা মাছ খায় না, সুতরাং তাদের এতে মাথা কোটাকুটীর আবশ্যক নাই বলিয়া তামাসা দেখছে, নানান রকমের গল্প বার কোচ্চে।”

বাসন্তিকা কহিলেন, তবে এখন কি করা যায়, বল দেখি। “আমি বল্‌লাম” যখন দুই মত হয়েছে তখন মাঝামাঝি করাই কর্ত্তব্য; যারা মাছ খেতে একেবারে নিষেধ করে, তাদের মত লওয়া হবে না, মাছ খেতে হবে, তবে দেখ, রাঁধবার সময় ভাল কোরে নুন হলুদ মেখে, ভাল কোরে সম্বরিবে, তার পর ভাল কোরে চচ্চড়ি কোর্‌বে, যদি দু একটা পোকা থাকে চচ্চড়ি হোয়ে যাবে। আর বিশেষতঃ, আজ অবধিতো মাছ খেতে কারো কোন পীড়া জন্মেনি, তবে আর ভয় কি, দু চাট্টে পোকা থাকে থাকুক, আমরা পোকাতো খেয়েই থাকি, চীনেরা আর্শুল্লা খায়, ফরাসীরা ব্যাং খায়, মোগোলেরা পঙ্গপাল খায়, আর আমরা কাদাচিংড়ি খাই, থু বল্‌লেই থু, থু না বল্‌লেই না।

ডুটা কথা মাত্র।

বাসন্তিকা—বঙ্গমহিলা বোন—তুই বেঁচে থাক, চিরজীবী হ, তোর হাতের নোয়া অক্ষয় হোক, তোর অলঙ্কার-ভূষণ দেখে আমার মনে বড়ই প্রীতি জন্মেছিল, কিন্তু বোন, এ ভূষণ বিদ্যাভূষণ, অলঙ্কার বিদ্যালঙ্কার, এ বিলাতি ও দেশি অলঙ্কারগুলি কি গিল্টি, সাক্ষী গোপাল মাত্র, তোর এত অলঙ্কার থাক্‌তে তুই এ ছেড়া নেকড়া খানা পোরে ৪র্থ সংখ্যায় বার হোলি কি কোরে, বল দেখিন? তোর কি আর কাপড় জুট্‌ল না, তুই কোন্ আমাকে বোলে পাঠালি, আমি নয় এক খানা বিদ্যাসাগর পেড়ে, কি দাঁতেমিসি পেড়ে, নয় মাথায় সিন্দুর পেড়ে পাঠিয়ে দিতুম, পোরে বাহার দিতিস। আমিতো জানি পুরাতন হোলে অশ্রদ্ধা হয়, তোর এই উঠ্‌তি বয়েস, এর মধ্যেই মিন্‌সেদের অশ্রদ্ধা হোয়েছে। তোকে আর দেখ্‌তে পারে না বটে? এখন এই সব স্কুল আউট ছোড়া গুলাকে লেলিয়ে দিয়েছে বটে! তাদের নিয়েও কি কাজ চলে বোন্। তারা রোমের পাত্‌সা কবে কড়াই ভাজা খেয়েছিল, তা পট্ট কোরে বোল্‌তে পারে, কিন্তু সকাল বেলায় তার ঠান্‌দিদী কি জল খেয়েছিল, জিজ্ঞাসা কর্‌লেই, তাক্। কোথা বোন তুই দশ জনের এক জন হোবি, তোর কথা বঙ্গমহিলারা শিরোধার্য্য কর্‌বে, তা না হোয়ে একি! বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কারটি কি সংস্কার! আমরা বুড়ো হাব্‌ড়া লোক, আমরাতো তিন সংস্কার জানি, এ আবার কি সংস্কার, ডুটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি।

"সে দেশে পুরুষদিগের অপেক্ষা বামাগণের অবস্থা কোন অংশে উত্তম হইতে পারে না।"

প্র—কোন্ দেশের পুরুষ অপেক্ষা বামাদের অবস্থা উত্তম? (এক কামরূপ কামাখ্যায় যদি হয়তো বলিতে পারি না)

"আমাদিগের দেশে পুরুষেরা স্বাধীন।"

প্র—কবে থেকে?

"শ্রমসাধ্য কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে সহজে স্বীকার করেন না।"

প্র—শাক ভাত খাইলে কি শ্রমসাধ্য কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে ইচ্ছা থাকে, না বল থাকে?

"অন্তঃপুর এতাদৃশ সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে বাস করিয়া যাহাদিগকে চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হয়, স্বাস্থ্যরক্ষা তাহাদিগের পক্ষে তাদৃশ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।"

কোন্ প্রকৃতির নিয়ম মতে? পরীক্ষা করিয়া স্থির হইয়াছে যে, বন্য অবস্থা অপেক্ষা গৃহপালিত জীব মাত্রেই বহুজীবী হয়।



অধুনিক উন্নত ব্রাহ্মদিগের স্বাভাবিক জ্ঞানের (Intuition) ছবি, যাহা
"লরেন্স, ডড এবং কোম্পানির" দূরবীক্ষণে নয়নগোচর হইতেছে।

"অবিকল নকল"

"বায়ুসেবন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি যাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।"

আমাদিগের গৃহে কি অলিন্দ (বারেণ্ডা) ছাদ, প্রাঙ্গণ, গবাক্ষাদি নাই যে, সে স্থলে বায়ু বহে না; বামাগণের নাসিকা নাই?

"অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা।"

ময়দা মাখিতে কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা হয় না? ডালে ফোড়ন দিয়া হাড়ি ধরিয়া বেড়ি নাড়িলে কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা হয় না, এক হাঁড়া ভাতের ফেন গড়াইতে হইলে কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা হয় না? "এক স্থানে শয়ন বা উপবেশন করিয়া যে দারুণ ক্লেশ উৎপন্ন হয়।"

তাহাদের কি পা নাই, খঞ্জ?

"হস্ত পদাদির সম্যক্ সঞ্চালন ক্রিয়া একেবারে রোধ করিতে হয়।"

হাত নেড়ে ঝকড়া করিতে কি হস্ত-পদাদি সঞ্চালন হয় না, ঘর ঝেটানতে কিম্বা আর কিছু ঝেটানতে কি হয় না?

"ধূমময় পাকগৃহে উপবেশন করিয়া প্রতিনিয়ত রন্ধন করিতে হইলে নিরতিশয় ক্লেশানুভব হয়। কোন দেশস্থ মহিলাকে এ কর্ম্মভোগ করিতে হয় না? শুদ্ধ কি অস্মদ্দেশীয়া হইতে তাহা হইল বটে। আর এক্ষণে কোকে রন্ধন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ধূম নির্গত হয় না, এক্ষণে ধূমের শব্দটি কি অলঙ্কার মাত্র, কি আর কিছু?

"পাকগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ইহাদিগকে শয়ন বা উপবেশনে কালক্ষেপ করিতে হয়?"

শয়ন বা উপবেশনে যদি শ্রম নিবারণ না হয়, তবে কিসে হয়? ব্যায়াম প্রভৃতি ক্রিয়ায় হয়?

"বিহার বা বিশুদ্ধ বায়ুসেবন।"

বিহার ও বায়ুসেবন এই দুই কথার অর্থ কি? গাড়ী চোড়ে বিলাতি চক্রে বেড়ান, আর "ইডেন্স গার্ডেনে বায়ুসেবন? ত্রিতলার ছাদে কি বিশুদ্ধ বায়ু বহে না? পুরুষদিগের ব্যায়াম অভাবে যদি শরীরের অস্বাস্থ্য হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগেরও সেই কারণে শরীর নষ্ট হইতে পারে।"

ব্যায়াম শব্দের অর্থ আমরা বুঝিলাম না।

যে রূপ পরিশ্রমে পুরুষদিগের শরীরে বল বৃদ্ধি করে; সেই পরিমাণে স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রম করিলে বিকৃতা হইয়া যায় "ডালহারাণী।"

"আমরা বহুকাল হইতে স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধ মধ্যেই রাখিয়াছি।"

রাখিবার কারণ কি? যে কারণে (পরাধীন) মহিলাচয়কে অবরোধ করা হইয়াছে, এক্ষণে কি তাহার শেষ হইয়াছে। আর মুশলমান স্ত্রী মাত্রই জেনেনা, অস্মদ্দেশস্থ অঙ্গনাচয় অপেক্ষা আবদ্ধ থাকে; তাহারা আমাদিগের

শাক ভাত খেকো অঙ্গনাচয় সদৃশ হীনবল? না খৃষ্টিয়ান মহিলাচয় অপেক্ষা হীনবল?

আর অধিক বলিতে ইচ্ছা নাই, তবে একটি কথা বলি,অস্মদ্দেশস্থ স্ত্রী ও পুরুষদিগের দুর্ব্বলতা কি ব্যায়াম অভাব জন্য, না, শাক ভাত আহার জন্য? আর যাহাদের পাকস্থলীতে মাংস ও মদ্য অনায়াসে পাক পায়, তাহাদের সহিত যাহাদের পাকস্থলীতে শাক ভাত পাক পায়, তাহাদের তুলনা সম্ভবে? শাক ভাত খেগো, যত ইচ্ছা ব্যায়াম করুক না কেন, মাংসমদ্যভুক লোকের সমান বলিষ্ঠ হইতে কখনই পারিবেক না। আর বিশেষ, এবম্প্রকার প্রস্তাবের অর্থ কি? ইহাতে কেবল অস্মদ্দেশস্থ মহিলাগণের মনে চাঞ্চল্য হয় মাত্র এবং তাহার পরিবর্ত্তে কি অন্য উপদেশ কিছুই নাই? সম্ভাবিত প্রস্তাবই গ্রাহ্য। একেবারে বিবী হওয়া দুঃসাধ্য। রোম রাজ্য এক দিবসে হয় নাই। লোকে বলে "ধাপ পরধাপ" সোপানে উঠিতে হইলে একেবারে পদ বিস্তার করিয়া দ্বিতলায় উঠা অসম্ভব। মেয়েলি হেয়ালীতে বলে।

"ছিল না চুলা হোল চুলি।
ছিল না ডোলা হোল ডুলি।
একেবারে ছুপা তুলি।
ভেঙ্গে গেল মাথার খুলি।
ওলা ডুলি ওলা ডুলি॥

বিষম সমস্যা।

আদিশূর সেন স্বদেশস্থ ব্রাহ্মণদের পতিত ও বেদভ্রষ্ট দেখিয়া কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পুনর্ব্বার বেদ উদ্ধার ও পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণেরা সেই প্রকার বেদভ্রষ্ট ও পতিত হইয়াছে, কি উপায়ে বেদ উদ্ধার ও ব্রাহ্মণ পুনঃ স্থাপন হয়? এক্ষণে কান্যকুব্জতো আর নাই, ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে ধর্ম্মরক্ষিণী সভা নিরাশ হইয়াছেন। এক্ষণে শর্ম্মণ্য দেশে বেদের উদ্ধার হইয়াছে, সেই স্থল হইতে ব্রাহ্মণ আনিলেই হইতে পারে।

দেব-নিগ্রহ।

কলিতে সব উল্টা, সে দিবস বাগবাজারের মদনমোহন ঝুলনে ঝুলিতে ঝুলিতে একটি মানুষ খেয়ে বসিলেন; এতৎশ্রবণে বাগবাজারের শ্রীশ্রী৺কালী মাতা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নন জুরিসডিক্সন প্লিড করিলেন, মদনমোহন শুনিলেন না, শ্রীশ্রী৺কালী মাতা লড়ায়ে দেবী, তেরি মেরি কোরে উঠিলেন। কেহ বলে মদনমোহনের হাতে বাঁশী ছিল, তাহারি বাড়ি মারিলেন, কেহ কেহ বলে, যে এক্ষণে মদন-

মোহন বাঁশী বদলে বাঁশ হাতে কোরেছেন, তারি বাড়ি মেরে কালীর হাত ভেঙ্গে দেছেন, আবার কেহ কেহ বলেন যে, হুড়হুড়িতে হাত ধোরে বাহির করিয়া দিতে হাত ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু হাতের গহনা গেল কোথায়! এই কথা শুনে কালীঘাটের কাঁচা খেকো বড় কালী স্বীয় দল বল লইয়া স্বর্ণ জিহ্বা লক লক করিতে করিতে পড়িলেন, কিন্তু বাগবাজারের গাঁজাখোর গুলিখোরদের সর্ব্বদাই খাঁকতির মহল, বড় হাতটান; টেনে সোনার জিব খানি অবধি ছিঁড়ে নিয়েছে, এখন কি প্রকারে বলী খাইবেন বলিতে পারি না। এই মহা সোনা লুটের ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পুলিস অবতারেরা আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, নিমতলা সিদ্ধেশ্বরীর পাণ্ডাদের ধোরে গারদে পুরিলেন। এদিকে শাক্তদের দলে মহা হুলস্থূল পোড়ে গেছে, তাহারা বলিল যে, বৈষ্ণবেরা কথনই শাক্তদের পারে না, আর একি হোলো শুনিতে পাই, অনুসন্ধান করিয়া বার কোরেছে যে, এ সুরাপান-নিবারিণী "সভার সভ্যদের কাজ, তারা শক্তি ভজনা উঠাইয়া দিবার আর কোন উপায় না পাইয়া কৃষ্ণ খৃষ্ট নাম নিয়ে এই কারখানা করিতেছে; সাবধান! সাবধান!"

আমাদিগের ব্রহ্মদেশের বিশেষ সংবাদদাতা হইতে প্রাপ্ত।

মহাশয় মহারাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপ স্বর্ণছত্রেশ্বর ঐরাবতেশ্বর অমরপুরেশ্বর মন্দিলা স্বর্ণপদ ব্রহ্মপুরেশ্বরের নিকট ভারতবর্ষ হইতে অনরেবেল-সার ফরসাইথ সি, বি; কে সি, এসকে দূত রূপে প্রেরণ করা হয়, তাহা আপনি অবগত আছেন; তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রবণে, বোধ হয় সন্তোষ লাভ করিবেন। ফরসাইথ সাহেব আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র এখানে মহা ধূম লাগিল, পুরাতন যত আসবাব ছিল, সমস্ত ঝেড়ে ঝুড়ে বার করা হইল, যে কএক খানি (ষ্টিমার) বাষ্পযান ছিল, সকল গুলিকে নূতন রং দিয়া সাজান হইল, কেবল একটি গোলযোগ লাগিল। ব্রহ্মদেশের লোকেরা "বুদ্ধ" তাহারা জ্যান্ত খায় না, মরা খায়! আপনি বলিতে পারেন যে, অজান্তে দু একটা মশা মাছি আর পিপীলিকা ভিন্ন জ্যান্ত জীবকে কে কোথায় আহার করিতে দেখিয়াছে, মরাই সর্ব্বলোকে আহার করিয়া থাকে। এ সে জ্যান্ত নহে, ইহারা বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, অহিংসা পরম ধর্ম্ম ইহাদের মূল মন্ত্র, অর্থাৎ সজীব জন্তু মারিয়া খায় না, স্বভাবতঃ মরিলে হাতী, ঘোড়া, গণ্ডার

কুম্ভীর প্রভৃতি পার পায় না, তাহাদের দেশে "হেল্‌ত অফিসর" নাই। তেমত ভয়ও নাই; হাইজিন মানে না, শুশ্রূষা মানে না। তাহারা পীড়াযুক্ত হইয়া মরিলেও ছাড়ে না। তাহা বলিয়া যে তাহারা "মড়া" খায় এমত বোধ করিবেন না, তাহারাও উন্নতি সোপানে পদক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সে যাহা হউক, তাঁহারা যথা-ইচ্ছা তথায় পদক্ষেপ করুন না, এখন পর্য্যন্ত স্পষ্ট রূপে, সজীব জন্তু মারিয়া খাইতে সক্ষম হন নাই। তাহা বলিয়া তাহাদের উন্নতিশীলত্বের কোন দোষারোপ করা যায় না, কারণ, আপনার দেশস্থ উন্নতিশীল বিজ্ঞ লোকেরা অদ্যাবধি ঘরেই টেবিলে বোসে কাঁটা চামচা ব্যবহার করিয়া থাকেন, স্পষ্ট রূপে গভর্মেণ্টের "সপরের" নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন না; তাহা বলিয়া কি তাঁহারা খানা খান না; তবে চালটা বজায় রাখিতে চাই, চালটা মানের চিহ্ন।

সে যাহা হউক, আপনকার দেশে যে কেবল সুবুদ্ধি আছে, এমত নহে, শৈশবাবস্থায় হেয়ালীতে শিখিয়াছিলাম,—

—"সুবুদ্ধি তাঁতীর ছেলে কুবুদ্ধি ঘটিল।
সোনাবেঙ্গের ছেনাটিকে ডুমনি ফেলে সেল।
—আর একটী বেং ছিল বুদ্ধির কামনা।
লিখন লিখি পাঠালে সে হুগলির পরগণা॥"

যদি তাঁতীর ছেলে সুবুদ্ধি হয়, আর বেঙ্গে বুদ্ধির "কামনা" হয়, তাহা হইলে কি ব্রহ্মদেশে আর সুবুদ্ধি নাই। পরামর্শ স্থির হইল যে, বিলাতীয় যে সকল বন্ধ করা খাদ্য দ্রব্য আসে, তাহাই ক্রয় করিয়া লওয়া হউক, তাহা হইলে উভয় পক্ষেই সন্তুষ্ট হইবেক। আর বিশেষতঃ ফরসাইত সাহেবকে আর পচা কুক্কুরের মাংস কিম্বা গোসাপ ও সর্পের মাংস কিম্বা কুম্ভীরের মাংস খাইতে হইবে না।

জুন মাসের দশম দিবসে ফরসাইত সাহেবের শুভাগমন হইল। ষোড়শ দিবসে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ স্থির হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। ফরসাইথ সাহেব কহিলেন যে, তিনি বুট পরিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া ইংরেজীমতে গভনর জেনারলকে আবেদন পত্র প্রদান করিবেন।

মন্ত্রী কান্নুনমেঙ্গি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন। তাহার পিতার জন্মেও এমত বাক্য শ্রবণ করেন নাই। যোড় হাতে বলিলেন, "সাহেব হোতে পারে না।

ফরসাইথ—কেন হবে না, হোতেই হবে, না হয় আমি ফিরিয়া যাইব।

কান্নুনমেঙ্গি।—বলেন কি, একথা রাজাকে কে বলিবে, আমার মাথার উপরতো দুটা মাথা নাই যে, আমি



বিলাতী নেকড়িয়া ও ব্রহ্মপশু।

ইহার তাৎপর্য্য, বল থাকিলে ছলের অভাব হয় না।

বলিব। ইচ্ছা হয়, আপনি আর কাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠান।

ফরসাইথ।—সেকি কথা! তুমি প্রধান মন্ত্রী, তুমি না বলিলে কে বলিবে, আর এই জুতার একটা জুতান্ত না হইলে কিছুই হইবেক না।

কানুনমেঙ্গি। মহাশয় একি আপনকার দেশ পাইয়াছেন যে, প্রজারা সর্ব্বস্ব, রাজা সাক্ষিগোপাল, সহী মোহরের মালিক মাত্র। বলিবা মাত্র আমার মাথা যাবে।

ফরসাইথ। (হাসিয়া) আপনাদের দেশে মন্ত্রীদের মাথাতো হাতে কোরে বেড়াইতে হয়, তাতে এমন হানি কি?

কানুনমেঙ্গি। ঠিক কথা, শুদ্ধ আমার হইলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু গাঁই গোষ্ঠী যে যেখানে আছে, তাদের অবধি যাবে।

ফরসাইথ। তাহা আপনার বিবেচ্য, আমার বিবেচনার বিষয় নহে, আমার নিজ দেশের কোন লঘুতা না হয়, এই আমার উদ্দেশ্য।

কানুনমেঙ্গি। এমন কথা বলিবেন না, মনে করুন, যদি আপনি জুতা পরিয়া দাঁড়াইয়া পত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে এ রাজার রাজত্ব কত দিন থাকিবে? আপনি বার হবেন, আর রাজার মাথাটা যাবে। অস্মদ্দেশে রাজাকে কাহার নিকট লঘুতা স্বীকার করিবার যো নাই, তাহা অপেক্ষা যুদ্ধ ভাল।

ফরসাইথ। তবে তোমার অর্থ যে, জুতা না খুলিলে তোমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে।

কানুনমেঙ্গি। এমন কথা ভাবিবেন না, আপনি জুতা না খুলিলে রামে মাল্লে ও রাবণে মাল্লেও মার্ব্বে, জুতা না খুলিলে অদ্যই রাজ্য যাবে, যুদ্ধ করিলে বরং এক বৎসর কালও তো থাকিবে। একথাটা কথার কথা মাত্র, আপনি সুবিজ্ঞ, সমস্তই বুঝিয়াছেন।

ফরসাইথ। তবে আমি টেলিগ্রাফ করি।

টেলিগ্রাম।

জুতা না খুলিলে যুদ্ধ হইবার সম্ভব।

টেলিগ্রাম,

সিমলা পাহাড়।

যেমন বুঝ, তেমনি কোরো, জুতার কথা ছেড়ে দাঁড়াইয়া পত্র দেবে স্থির কর। এইমতে জুতার বিষয় চুকিল।

১৪ ই তারিখে ফরসাইথ কানুনমেঙ্গিকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

মান্যবর কানুনমেঙ্গি রাজমন্ত্রি মহাশয় সমীপেষু।

ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনেরলের অনুমত্যনুসারে আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্নোক্ত সংবাদ ব্রহ্মে-

শ্বরকে জ্ঞাত করাইবেন যে, চুনান দেশে যে কর্ণেল ব্রাউনকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়, তাহা তিনি বিশেষ অবগত আছেন এবং লিসিটাহি ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুই জনে মিলিত হইয়া উক্ত কার্য্য নিষ্ফল করে ও কর্ণেল ব্রাউনের দলস্থ মারারি সাহেবের প্রাণ নষ্ট করা হয়। সেই লিসিটাহিকে আপনারা সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অর্থ কি?

উত্তর।

আমরা চীন দেশের করপ্রদ রাজা, চীন দেশ হইতে দূত আসিলে আমাদের মাথার উপরে রাখিতে হয়, লিসিটাহি চীনরাজ্যের দূত স্বরূপ আসিয়াছেন।

প্রত্যুত্তর।

লিসিটাহিকে যে আপনারা দূত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অগ্রে অবগত করাণ হয় নাই কেন? সে যাহা হক, এক্ষণে আমরা পুনশ্চ অস্মদ্দেশ দিয়া চীনদেশে দূত প্রেরণ করিতে, আর উক্ত হত্যাকাণ্ডের প্রতিফল দিতে, সৈন্য প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে আপনাদিগের মত কি?

তদুত্তর।

আপনাদিগকে সসৈন্যে অস্মদ্দেশ দিয়া গমন করিবার যে কথা লিখিয়াছেন তাহা কি রূপে সম্ভবে? কারণ, আপনাদিগের লোকেরা অস্মদ্দেশস্থ লোককে অত্যন্ত ঘৃণা করে, এমন কি, মনুষ্য মধ্যে জ্ঞান করে না, সেই প্রকার যদি এদেশস্থ লোকেরাও ব্যবহার করে, তাহা হইলেই একটা ছুতা পাইবেন। আর আপনারা যদি আমাদের হঠাৎ আক্রমণ করেন, আপনাদের ও অভ্যাসটি আছে, তাহা হইলে কি প্রকারে রক্ষা হইবে, আমাদের এত সৈন্যও প্রস্তুত নাই ও এত খরচাও করিতে ইচ্ছা করি না, সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অপারগ।

এই অবধি হইয়া আছে। এর পর কি হয়, বলা যায় না।

বলি মাথা এটা কি হোলো? এই কথা বাসন্তিকা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি প্রত্যুষে সবে বিছানা থেকে উঠে হুকটি হাতে কোরে টীকাটি ধরাচ্চি, (এক্ষণে বিলাতী কয়লা হওয়া অবধি আর তামাক খাবার তত সুখ নাই, টীকা না হোলে চলে না) এমত কথা শুনিবা মাত্র চমকে উঠিলাম, হাত থেকে টীকাটি উনুনে পোড়ে গেল, সকালে এক খানি টীকা মাত্র বরাদ্দ, মনে বড় রাগ হোলো, ব্রাহ্মণীর প্রতি চেয়ে বল্লাম, হবে আবার কি, আগুনে পোড়ে গেল।

বাসন্তিকা হাসিয়া চিমটা দিয়া তুলিয়া আমার কলিকার উপর দিয়া কহিলেন, আমি টীকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।

তবে কিসের কথা বল্‌ছ, বল দেখিন্‌ বলিয়া আমি রান্না ঘরের দ্বারে একটি পিঁড়ে পিটে দিয়ে বস্‌লাম হুকার মুখে হাত দিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক কোরে তামাক টান্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম।

এতদ্দর্শনে বাসন্তিকা একটি কলাপাতার নল করিয়া দিয়া কহিলেন, ওগো আমি আমাদের ভাইস চেয়ারম্যানের কথা বল্‌তেছিলাম।

বসন্তক—কেন তুমিত সমস্ত জান, তিনি তাঁর একটি নিজের লোককে মিউনিসিপালিটির সরবরাকার কোরে দিয়েছিলেন, আর তাঁর নিজের একটি জমি পতিত বোলে টেক্স উঠাইয়া দিয়াছিলেন, এই দুইটি বে-আইনি কাজের জন্যে তাঁকে কর্ম্মত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

বাসন্তিকা—এর মধ্যে কোন্‌টি বে-আইনি কার্য্য? আপনার জানিতলোককে সরবরাকার করা, না পতিত জমির খাজনা উঠান। যদি জানিতব্যক্তিকে সরবরাকার করা বে-আইনি বল, তবে আমার বোধ হয়, কি ইংরেজ কি বাঙ্গালী সকল আফিসে সকলেই ঐ মত করে, গভর্মেণ্ট কণ্ট্রাক্টি আলাপ না থাকিলে পাওয়া যায় না, আর ঘুস বিলক্ষণ দিতে হয়; একথা সকলেই জানে। এবিষয়েতো ঘুস লওয়া হয় নাই, কেবল কএক জনের ঘুস লওয়া বন্ধ করা হয়েছিল।

বসন্তক—ওগো তার জন্য তত নহে, তবে কি না, যে সকল জিনিস দেওয়া হয়েছিল, সে বাজার অপেক্ষা অধিক দরে।

বাসন্তিকা—কৈ তাতো কমিসনে প্রকাশ হয় নাই, কেবল তিনটি দ্রব্যের দর অধিক হয়েছিল। এর বিহিত কি, যদি শতকরা ৫০টি দ্রব্যের দর অধিক হইত, তাহা হইল এক দিন সন্ধ করা যেত। কারণ, অন্য আফিসে ১০০ শত করা ১০০ দ্রব্য দর অধিক হয়, ১০০০ দ্রব্য সরবরাহ করিতে তিনটি দ্রব্যের দর অধিক হইয়াছে বলিয়া যে মন্দ বলা, ইহা অপেক্ষা মিথ্যা অপবাদ আর আমরা শুনি নাই। আমিতো এমন লোক দেখি নাই, যে ১০০০ দ্রব্য কিনিতে তিনটিতে ঠকেন না, উমেশ বাবুর অগ্রের যদি তালিকা লওয়া হয়তো আমরা বুঝি।

বসন্তক—আচ্ছা, তা জেন হোলো, পতিত জমির বিষয়টা কি বল।

বাসন্তিকা—তার আর কি বল্‌ব, পতিত জমির কর নাই, এসকলেই জানে, তিনি আসেসরের স্বাক্ষর না লইয়া অগ্রেই সহী করিয়াছিলেন, কিন্তু আসেসরের স্বাক্ষর লইতে তাঁহার সরকারকে কহিয়াছিলেন। যখন আসেসর আপত্তি করিলেন, তখন সরকার জানায় নাই ও আসেসরও জানান নাই। ভিতরে ভিতরে একেবারে চেয়ারম্যানকে জানান হইল।

উমেশ বাবু জানিলেন, কাহার কোন আপত্তি নাই, চুকে গেছে। অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে সহী করাতে এমত দোষ কি? তাঁহার দোষের মধ্যে এই যে, ইংরেজদের উপরে কতৃত্ব পদ পাইয়া অত্যন্ত সাবধানে কার্য্য করা কর্ত্তব্য ছিল। আমরা এদেশস্থ অনেককে এমত পদ পাইয়া এবম্প্রকার বিপদে পতিত হইতে দেখিয়াছি। এটা ইংরেজী ষড় যন্ত্র মাত্র, তবে দোষের বিষয় এই যে, এদেশের লোক দেখে শেখে না।

বসন্তক—তবে যদি দোষ নাইতো একুৎসা উঠিল কেন, আর কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল কেন? আর বাঙ্গালীরা তাহার বিপক্ষে বলিল কেন?

বাসন্তিকা—তাও কি আর এত দিনে বুঝিতে বাকী আছে? আমরা শুনিয়াছি, যে এইবারে বাটীর টেক্সের এসেস্মেন্টের সময় টেক্স বাড়াইবার আর কোন উপায় না পাইয়া এই স্থির হয়, যে ভাড়াটে বাটী সকলের প্রায় গৃমেণ্ট আছে, কর বাড়াবার জো নাই, যে সকল বসতি বাটী আছে, তাহারতো আর গৃমেণ্ট নাই—কিছুই নাই, সুতরাং যত ইচ্ছা বাড়ান যাউক না কেন, কিছু বলিবার জো নাই। যে সকল বাটীর ভাড়া ১০০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, একেবারে ৭০০।৮০০ করিয়া বসিয়াছেন, ও দিকে টেক্সের দৌরাত্ম্যে বাটীর শতকরা ১৫ টাকা দর হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং লোকে তিতিবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীদেরি অধিকাংশ বসতি বাটী, রাগে ঝীকে মেরে বৌকে শিখালে। ভাইস চেয়ারম্যান ইহা রহিত করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই, বরং পোষকতা করিয়াছিলেন, এই দোষ। বাসিন্দাদিগের যদি এত বিরক্তি জন্মিয়া থাকেতো. সকলে সম্মিলিত হইয়া ছোট কর্ত্তার নিকট আবেদন করা, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, তাহা কেহ বন্ধও করিতে পারে না। আর এমত দুর্নামও হইত না।

বসন্তক—কে জানে, আমিত বড় বুঝিলাম না, তবে এই বুঝি যে, আমরা তিতিবিরক্ত হইয়াছি।

এক্ষণে দেশহিতৈষীরা দেশের রীতিনীতি ও রুচি সংশোধনে অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছেন, সেকেলে যাত্রার নাম উঠাইয়া অপেরা থিয়েটর নাম দিয়াছেন। এক্ষণে কি বালক, কি যুবা, কেহই গীত শোনে না, অভিনয় দেখে।

আমরা শ্রবণ করিলাম, সে দিবস একটি "এমেটিয়র অপেরা কোম্পানি শ্রীশ্রীদুর্গামঙ্গল পালা গাইতে শ্রীশ্রীদুর্গা জন্মের সময়, হাসপাতালের মনী ধাই, আর ডাকতর চার্লস সাহেবের সংজ্ঞানি-



Developping the Resoures of the country

ভারতবর্ষে সমভূম করিবার জন্য
নূতন মেঙ্কেষ্টর "রোলর।"

য়াছিলেন। উৎকৃষ্ট! উৎকৃষ্ট!!! ইহারি নাম দেশহিতৈষিতা, রুচিসংশোধন!

অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখেন (তাঁহারা স্বয়ং লেখেন নাই তাঁহারাও আর এক জনের দেখে লিখিয়াছেন) যে কোন্ পশু কত দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে —গর্দ্দভ ৩৩ বৎসর; গরু ২৩ বৎসর; শূকর ২৫ বৎসর। একথা আমরা এক দণ্ডের নিমিত্ত বিশ্বাস করি না, কারণ, আমরা (পাঠকবর্গও ছাড়া নন) স্বচক্ষে দেখিতেছি, যে অনেক গর্দ্দভ, গরু ও শূকর ৬০, ৭০, এমত কি, এক শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে।

আমাদিগের রাজকুমার ভারতবর্ষ দেখিতে আসিবেন, শুদ্ধ দেখিতে আসিবেন, নিজের আমোদ মাত্র, ইহাতেই যে লোকের কত উৎসাহ জন্মিয়াছে বলা যায় না, দুর্গোৎসবকে এবারে একেবারে কানা করিয়াছে! যদি তাহা না হইয়া কোন বিশেষ কার্য্যে আসিতেন, কিম্বা কোন দেশ উপকারের ভাগী হইতেন, তাহা হইলে যে কি হইত, তা আমরা বলিতে পারি না, আজ হেতা সভা, কাল হোতা সভা, আজ এ রাজার হেণ্ডনোট বার হইয়াছে, কাল ওমুকের বার হবে। ইংরেজ কর্ম্মচারীরা শশব্যস্ত হইয়াছেন, স্বয়ং এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া চাঁদা করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকের ইংরেজদিগের নিকট মান রাখিতে এবার পূজা বন্ধ করিতে হইবে। আর কাহাকে ঘরের ঢেঁকী বিক্রয় অবধি করিতে হইবেক। রাজকুমার আসিতেছেন, রাজকুমার আসিতেছেন বৈ আর কোন শব্দ নাই, আর কোন কথা শোনা যায় না। এমত কি, বাসুকিদেব তিনি অবধি পাতাল থেকে কেঁপে উঠেছেন "উটন্তি মূল্যের পত্তনে বোজা যায়" ভেবে এই অবসরে পার্শ্ব ফিরে নিলেন, কি জানি, তখন যদি সহ্য না করিতে পারেন।

এই প্রশ্নটি।

সুহৃদ্পত্রে এক জন সংবাদদাতা লেখেন যে,—"অনতিদীর্ঘকাল গত হইল, এই দুর্গাপুর ষ্টেসনান্তর্গত আনন্দপুর গ্রামে দুইটি কৃষিজীবি ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রে হলচালন করিতেছিল, ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অকস্মাৎ অশনি পতিত হইয়া হতভাগ্য কৃষকদ্বয়কে গোচতুষ্টয় সহ সমনভবনে প্রেরণ করিয়াছে। এই গোবধের প্রায়শ্চিত্ত কে করিবে?" আমাদের মতে লাঙ্গলের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

বং সং

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদের নিমিত্ত বড় গোলযোগ বাঁধিয়াছে, বাঙ্গালী যে কএক জন পাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের না

যাওয়াই ভাল ছিল। আর ইংরেজেরাও তথৈবচ,তবে রবার্ট সাহেব হইলে একটু সুখ হবে, যেমন বাঘা তেঁতুল তেমনি বুনা ওল মিলিবে, চাই কি আমরা মজা পাইব। আর অনারেবেল শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস পাল যে বশাখ বাবুর পূর্ব্ব পরিচয় লইতে যে প্রস্তাবটি করিয়াছেন, তাহা বড় ভাল করেন নাই, ইংরেজীতে কখন কখন বলে " আমার বন্ধুদের হইতে উদ্ধার কর" তাহাই ঘটিয়াছে। একেই বলে পিট চুলকে বরণ তোলা।

রাজকুমার কলিকাতায় আগমন করিলে কে কি প্রকারে দর্শন লাভ করিবেন, তাহারি বন্দোবস্তে সকলে ব্যস্ত আছেন, যাঁহাদের গভর্মেণ্ট এণ্ট্ আছে, তাঁহারাতো বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁহাদের কুমার দর্শন কে নিবারণ করে, তাঁহাদের কথাই নাই। কিন্তু যাঁহাদের নাই, আমাদের মত গরীব গুর্ব্ব লোক, তাহাদেরি প্রাণ বার হোচ্চে। গত বারে ডিউক অফ এডিন্বরের সময় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েনের অনুকম্পায় আমরা উদ্ধার পাইয়াছিলাম। এবারে তাহাদের ও লেজ নমঃবিষ্ণু আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হোয়ে পোড়েছে। পঞ্চাশ টাকা না দিলে আর দর্শন লাভ হওয়া দুঃসাধ্য। কি বিপদ! পঞ্চাশ টাকা কি কম টাকা, মধ্যম সম্প্রদায় গৃহস্থদের এক মাসের খরচা। আবার দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রস্তাবটি রাজেন্দ্র বাবু করিয়াছেন। কি ধনুক ভাঙ্গা পণ দেখ দেখি ন " দশ চক্রে ভগবান ভূত" আর কি। বোধ হয় রাজেন্দ্র বাবুও অনেক টাকা কোরে থাকিবেন, তাই এত টাকায় দরদ নাই, যে লঙ্কায় যায়, সেই কি রাক্ষস হয়,যাক প্রাণ থাক মান। সে যাহা হউক, আমাদের দেখবার দফায়তো বালী পোড়েছে। এবারে রেলে আসিবেন, পথে দাঁড়াইয়া দেখিব যে, তাহারও বড় জো নাই। দুইপার্শ্বে পরের জমী দাঁড়াতে দেবে কেন?

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আমরা মিলিত হইয়া দরখাস্ত করি যে; এক দিবস "মনুমেণ্টের উপর বার দেবেন, কেহ বলে যে, হাইকোর্টের বারাণ্ডায় বার দেবেন, কেহ বলেন যে, চিৎপুর রোড আর কর্ণেওয়ালিসের রাস্তায় বার দেবেন। আমাদেরও ঐ মত, কারণ, মনুমেণ্টে কিম্বা হাইকোর্টে হোলে স্ত্রীলোকদিগের দেখা হবে না, তারা যদি না দেখিবে তো দেখিবে কে, কেমন হাবলাটে হাবলাটে মুখ খানি।

তবে আপনাদের মত পাইলেই দরখাস্ত সুরু করি।

সংবাদ।

আমরা অবগত ছিলাম যে, বরদার মকদ্দমার খরচা ৫০০০০০ টাকার কিঞ্চিৎ

অধিক হইয়াছে। বাদীর অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের তরফে ১৯০০০০ টাকা খরচ হইয়াছে, প্রতিবাদীর তরফে মায় উকিল ভেলেণ্টাইনের খরচ সমেত ২৯২০০০ টাকা; আর বরদার সৈন্য লওন ও তাহাদের রসদ ও বিচারকদিগের খরচা ও সাউটর সাহেব ও তাহার দলবলের খরচা মোট ১০০০০০০ টাকা (ইহা ছাড়া লুটতরাজ থাকুক) সর্ব্ব সমেত ১৪,৮২,০০০, টাকা। এত দিনে গভর্মেণ্টের "কিঞ্চিৎ অধিকের" অর্থ আমরা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম, শত করা প্রায় দুই শত টাকা অধিক।

আইন আক্‌বরি পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, প্রয়াগ মের্জাপুর ও চুনারের নিকটস্থ জঙ্গলে হস্তী শৃঙ্গী আদি পশু দেখা যাইত, সিংহের কোন কথাও লেখা নাই; কিন্তু মথুরা হইতে যে সকল প্রস্তর খোদিত সিংহের পুত্তলিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা দর্শনে, বিলক্ষণ জ্ঞান হয় যে, এমত উৎকৃষ্ট পুত্তলিকা বিনা স্বচক্ষে সিংহ দর্শনে খোদা অসম্ভব, সে সময়ে মথুরাবাসীরা সিংহ দেখিয়া থাকিবেক ও সিংহ মথুরায় পাওয়া যাইত। আলাহাবাদের কমিসনর কোর্ট সাহেব বলেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিবরাজ পুরের বনে দুইটি সিংহ তাড়াইয়া ছিলেন। তাহার কিছু পরে কেলসি সাহেব নামক এক জন রেলওয়ের কর্ম্মচারী প্রয়াগ ও জব্বলপুরের মধ্যস্থলে শেষ একটি সিংহ মারিয়া ছিলেন। কি দুঃখের কথা! ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীরা শক্তি পূজার নিমিত্ত বড় আয়োজন করে, সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত কেবল বাহক নাই, সিংহ পাওয়া গেল না, অনেক অনুসন্ধানে স্থির হইল যে, দেশী সিংহ আর নাই, কি করে, সে সময়ে বিলাতী কারবারীদের একটি সিংহ ছিল, সেই বিলাতি সিংহ "বৃটিশ লায়ন"টিকে লইয়া তাহার পৃষ্ঠে শক্তিকে তুলিয়া দিলেন, সেই অবধি বৃটিশ লায়ন বাঙ্গলার শক্তিবাহক হইল। ক্রমে ভারতবর্ষের শক্তিবাহক হইল। যদি দেশী সিংহ ছিল জানিত, তবে বিলাতী সিংহকে কে আনিত, সে যা হউক এখন, সিংহ শেষ হয়েছে, শক্তির উপাসনা করিতে গেলে বৃটিশ সিংহ বৈ আর উপায় নাই, "গতস্য শোচনা নাস্তি!"

অর্থই অনর্থের মূল।

কলিকাতা পুলিসের মেজিষ্ট্রেট সুবিচারক মার্সডেন সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কিয়ৎ দিবস হইল, এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এক জন ইংরেজ প্রিভেণ্টিভ অফিসরের নামে নালিশ করেন যে, ইংরেজ প্রিভেণ্টিভ অফিসর তাঁহাকে মারিয়াছেন। সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ হইল যে, প্রিভেণ্টিভ অফি-

সর এক খানি মাহিয়ানাপত্র বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা লন, তাহার পর তাঁহার আর টাকার আবশ্যক হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট গমন করিয়া আর দশটি টাকা চাহেন। তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করাতে তিনি গালাগালি দিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন। সুবিচারক মার্সডেন সাহেব, সাহেবের পঞ্চ আনা জরিমানা করিয়াছেন। অত্যন্ত অন্যায় বিচার হইয়াছে, ইংরেজেরা আমাদের মনিবের জাত, দুটা লাথি না মেরে যে শুদ্ধ, গলা টিপিয়াছেন, এই সৌভাগ্যের বিষয়। আর যদি মার খাবার ইচ্ছা না ছিল, দশটা টাকা ফেলে দিলেই চুকে যেত। অর্থই অনর্থের মূল।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহোদয় বৃন্দ—

যোড়কর পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন মেতৎ—পরে—মহাশয় বৃন্দ আমাদিগের ১৮৭৪ খৃষ্টের বসন্তক পত্র প্রাপ্তে আনন্দিত হইয়া থাকিবেন; এক্ষণে সম্মুখে পূজা, তিন দিবস নহে, এবারে চার দিবস; গত বৎসরের মূল্য প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকেও সেই প্রকার আনন্দিত করুন; আমাদের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আপনারা তাহা করিবেন। এইবার এই স্থলেই ইতি করিলাম, পূজার ছুটির পরে স্মলকজ কোর্ট খুলিলে যাহা বাকী আছে তাহা বলিব।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রাজা হরিমোহন শীল কলিকাতা	৩৲
" বাবু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস	১৲
" " কালীচরণ চক্রবর্ত্তী	২৲
" " উমেশচন্দ্র মিত্র	১
" " উমেশচন্দ্র বসু	॥০
" " মতিলাল বসু	॥০
" " তারিণীচরণ দত্ত	১৲
" " জগৎলাল বসাক	১॥০
" " রাজেন্দ্রচন্দ্র বসু	১৲
" " কানাইলাল দে	২৲
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ	৩৲
" " নন্দলাল সেন	৩৲
" " রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	৩৲
" " গোরাচাঁদ সাহা	১॥০
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র	১৲
" " উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	৩৲
" " উপেন্দ্রচন্দ্র দেব	১৲
" রাজা কেদারনারায়ণ রায় ..	৩৲
" " উমাচরণ গুপ্ত	৩৲
" " বিধুভূষণ মিত্র	৩৲
" " গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী ...	২৲
" " জগবন্ধু বসু	৩৲
" " রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত	৩৲
" " যাদবচন্দ্র হালদার	১৲
" " হরেকৃষ্ণ আড্য	॥০

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।



রাস্তার সুখ।

রাস্তায় যাহা ঘটিতেছে তাহা লিখিলাম যাহা বলিতেছে তাহা জষ্টিসেরা গিয়া শুনিয়া আসিবেন।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীয়ু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তকেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য়, পর্ব্ব। পঞ্চম সংখ্যা।

ডাকমাশুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রী[illegible]কুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

বসন্তকের দুর্গোৎসব।

আমি দীন হীন দ্বিজ দুঃখে কাল হরি।
গঙ্গাজল বিল্বদলে আমি পূজা করি॥
এমন ক্ষমতা মোর না হয় কখন।
মায়েরে সাজাই দিয়ে নানা আভরণ॥
মাটীর বসন আর মাটীর ভূষণ।
এদিয়ে মায়ের অঙ্গ সাজায় এ জন॥
বাসনা বিলাত হতে দাঁয়েদের মত।
আনি আমি ইণ্ডেণ্ট করিয়ে সাজ যত॥
জোটে না যাহার ভাগ্যে ডাক একখানি।
এ সাধ কেমনে পূর্ণ হইবে না জানি॥
গড়ের বাজনা আনি সাধ হয় মনে।
লালে লাল লালমুখ বাজায় সঘনে॥
গড়ের বাজনা দূরে থাকুক আমার।
টেমটেমিটা জোটে নাক কি বলিব আর॥
ইচ্ছা করে বাড়ী করি রাজা রাজড়ার মত।
সাজাই ঝক্‌ঝকে করি কহিব সে কত॥
ঝাড়েতে লণ্ঠনে গ্যাসে গস্‌গসে করি।
আলো ক্ষেত্র করে ফেলি যখন শর্ব্বরী॥
কে বলিবে রাতি তারে ঠিক যেন দিন।
বোধ হবে সকলের কি ধনী কি দীন॥
নানা মত আসবাবে ঘর সাজাইব।
বিচিত্র প্রেমের ছবি খচিত করিব॥
হাড়ে দূর্ব্বা বাড়ে মাটী চালে খড় নাই।
অট্টালিকা হেতু তার সাধ কেন ভাই॥
প্রাণের প্রিয়ারে আর নানা আভরণে।
সাজাতে বড়ই সাধ হয় মোর মনে॥
বারাণসী গাঁচ্ছা সাড়ী পরাইয়ে আর।
দেখি রূপ অপরূপ আঁখি ভরি তার॥
এই রূপ মনোহর বেশ ভূষা করি।
বরণ করিবে দুর্গা আমার সুন্দরী॥

তবে তো মনের সাধ মিটিবে আমার।
হেন দিন আমার কি ঘটিবে আবার॥
পিতলের বালা যার ঘটে না কপালে।
তার কি এমন সাজ ঘটে কোন কালে?
কেন রে এমন অসম্ভব সাধ তার।
গরিব ব্রাহ্মণ ভিক্ষা উপজীব্য যার!
বাই নাচ খেম্‌টা নাচে রাজাদের মত।
মজলিস কোরে বসি লয়ে বন্ধু যত॥
জালা কোরে মদ রাখি বোতলে কি সানে।
মদের দি সদাব্রত সদা সাধ প্রাণে॥
বৈঠকখানাতে বেশ্যা আনিয়ে স্বরঙ্গে।
মদের গটরা করি ইয়ারের সঙ্গে॥
হোটেল হইতে খানা আনিয়ে ভবনে।
খাওয়াই প্রাণের বন্ধুগণে সযতনে॥
কি জানে রাঁধিতে যত দেশী রাঁধনীতে।
জানে থোড় কচু ঘেচু কেবল রাঁধিতে॥
অমৃত সমান বীপষ্টিক রলিপুলি।
পোর্ট চপ, সসেজেস, তাকি কভু ভুলি॥
ফৌল কট্‌লেট আর লেগমটন্ রোষ্ট।
দো পেরাজা, কাপজেলি খেলে হয় বোষ্ট॥
ভিল কট্‌লেট হ্যাম টর্কিএন হ্যাম।
পান কি না পান কভু গবনরের ম্যাম॥
এমন সুস্বাদ খাদ্য ত্রিভুবনে নাই।
দেবের দুর্লভ ইহা কি কহিব ভাই॥
অক্‌সং টর্টেল স্থপা সক্‌লিং পিগ রোষ্ট।
যা দেখিলে সেইক্ষণে চুল্‌কায় মুখ ওষ্ঠ॥
এই সব খানা পেটে পড়িয়াছে যার।
ভাগ্যের কি সীমা আমি দিব হে তাহার॥
যে খেয়েছে সে মজেছে কিবা তার তার।
স্বর্গে থেকে নেচে উঠে চৌদ্দ পুরুষ তার॥
নামে মুখে লাল পড়ে কি বলিব আর।
মণ্ডা মনোহরা এর কাছে কোন্ ছার॥
কি স্বাদে পাঁঠার মুড়ি বাঙ্গালীতে খান।
ভ্যাদ ভ্যাদ করে তাহা থোড়ের সমান॥
এর গুণ বর্ণিতে আমার সাধ্য নয়।
যে বয়সে খায় লোক সে বয়সে রয়॥
বৃষ-মাংস গুণ আমি কত আর কব।
যৎকিঞ্চিৎ জেনেছেন দেব দেব ভব॥
তাই তারে তিল মাত্র না দেন ছাড়িয়ে।
বাহন করিয়ে তায় বেড়ান চড়িয়ে॥
কচু ঘেচু পাইনাক খানা কোথা পাই।
কেন মন হেন সাধ কর তুমি ভাই॥
আর এক সাধ মনে জাগে অবিরত।
বড় বড় লালমুখ সাহেব্ বিবী যত॥
নিমন্ত্রণ করিয়ে আনিব সে সভায়।
পা দিয়ে সিংহের ঘাড়ে দেখিবে দুর্গায়॥
রাজবংশ তারা ঠিক ঠাকুর সমান।
এতে গৃহস্থের কিছু নাহি অপমান॥
এতে তার বহু মান ভেবে দেখ মনে।
এসেছে সাহেব বিবী যাহার ভবনে॥
সবে বলে তাহার কত না ভাগ্যোদয়।
আসে যার ভবনে সাহেব মহোদয়॥
আবার পা দিয়ে সিংহে দেখিলে প্রতিমা।
তাহার ভাগ্যের আর নাহি থাকে সীমা॥
ধন্য ধন্য ধন্য ধন্য তারে সবে বলে।
সাহেব এসেছে গৃহে কত পুণ্যফলে॥

সাহেবেরা এত ভাল বাসেন তাহারে।
সিংহেতে পা দিয়ে দুর্গা দেখেছে এবারে॥
তাই বলি ইংরেজের চরণ ধুইয়ে।
ধন্য হই তাঁহাদের পাদোদক পিয়ে॥
আপনি ব্যজন ধরি করিয়ে যতন।
তাঁদের শ্রীঅঙ্গে আমি করিব ব্যজন॥
জুতা খুলি তাঁদের সমুখে দাঁড়াইব।
ঘণ্টার গরুড় সম হইয়ে রহিব॥
জুতা পরি বেয়াদবী কভু না করিব।
জুতা পরি শেষে আমি জুতা কি খাইব?
সেরি স্যাম্‌পিন ব্র্যাণ্ডি বিয়ার আসবে।
নিজ হস্তে তুলে দিয়ে ধন্য হব ভবে॥
পূর্ব্বমত নানা খাদ্য আনিয়ে অমনি।
খানসামাগিরী তার করিব আপনি॥
নানা মত তোষামোদে তুষিব সবায়।
শেষে লয়ে যাব সবে নাচের সভায়॥
নর্ত্তকীর নাচে সবে মোহিত করিব।
শেষে নানা মত তোষামোদ আরম্ভিব॥
বাঙ্গালীরে নানা মত নিন্দিব তখন।
নারী-নিন্দা আরো আমি করিব কেমন!
বাসন্তিকা প্রেয়সীরে বিবী সাজাইয়ে।
দিব তাঁহাদের ইন্ট্রোডিউস করিয়ে॥
সেক্‌হ্যাণ্ড করিবে প্রিয়া সাহেবের সনে।
আর নানা বাক্যালাপ করিবে যতনে॥
হাব ভাব রসোল্লাস প্রকাশিয়ে প্রিয়ে।
তাঁহাদের মনঃপ্রাণ লইবে হরিয়ে॥
কে পায় আমারে তবে কি ভাগ্য আমার।
পাথরে পাঁচকিল মোর কি কহিব আর॥
উপাধি পাইব তবে নিশ্চয় ত্বরায়।
নহিলে কি উপাধি সহজে কেহ পায়?
উপাধিতে মান পেলে যত স্বজাতিরে।
বাঁচুক মরুক তারা তাকাব না ফিরে॥
বরঞ্চ ধরিব ছুপে স্বজাতীয়গণে।
মাথা তুলে উঠিতে না দিব কোন জনে॥
গাইব ইংরেজ-গুণ হয়ে কুতূহলী।
জয় জয় ইংরেজের জয় জয় বলি॥
আসিছেন ভাবি ভূপ ওয়েল্‌সের পতি।
তাঁর দৃষ্টিপাত হয় যদি মোর প্রতি॥
সে ভাগ্যের সীমা কভু হবে কি আমার।
সে ভাগ্য বর্ণিতে বল সাধ্য আছে কার॥
বরঞ্চ গগন-তারা পারি গণিবারে।
সিন্ধুর বালুকা পারি সংখ্যা করিবারে॥
কিন্তু এ ভাগ্যের কথা বর্ণিতে কি পারি।
এ ভাগ্য বর্ণিতে দেখি সবে মানে হারি॥
পূর্ণ হয় দরিদ্রের বাসনা কোথায়?
মনের বাসনা মনে লয় হয়ে যায়॥
মর্কটে কখন সিন্ধু হতে পারে পার।
বিনা সেই হনুমান বীরেন্দ্র দুর্ব্বার॥
যদি দুর্গা দিন দেন এই অভাগারে।
অনায়াসে এ সকল সিদ্ধ হতে পারে॥
তিনি যদি মুখ তুলে চান একবার।
এ সকল সাধ বল কোন্ তুচ্ছ ছার॥
এইক্ষণে হতে পারি কোন দেশে লাট।
অবশেষে সে দেশেরে পিসে করি লাট॥
লুটে আনি তাহাদের যত রত্নধন।
দুরন্ত দস্যুর ভাব ধরিয়ে সঘন॥

করিব তথায় আমি এমনি উৎপাত।
পেটের্ ভাত গেঁটের্ সোনা হইবে পশ্চাত্॥
পথের ভিখারী করি দিব সে সকলে।
কার সাধ্য বল মোরে এক কথা বলে॥
ঘাড়পাতি মোর আজ্ঞা শিরেতে বহিবে।
ঘরের্ ধন দিয়ে মোর চরণ পূজিবে॥
এ রহস্য কে বুঝিবে কারে আর কই।
"যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই॥"

পাগল হয়েছ কি হে বসন্তক ভাই।
একথা মনের কোণে দিওনাক ঠাঁই।
তাহাদের যদি হে সবল থাকে মন।
অপরে কি করে তারা আত্মসমর্পণ॥
স্বভাবের অনুগামী স্বাধীনতা ধন।
তারা কি হারায় কভু থাকিতে জীবন॥
তবে যদি কাপুরুষ বাঙ্গালীর মত।
হয় তারা বীর্য্যহীন অনৈক্য নিয়ত॥
তবে তুমি তাহাদের সুখে করি জয়।
যা বাসনা তা পার করিতে মহাশয়।

কলিতে বসন্তকের দুর্গোৎসব-পালা।
যে শুনে যে ভক্তি করে সে পুণ্যের ছালা॥
যেবা গায় যে গাওয়ায় এ গান ধরায়।
রাজা, স্টার, পদ, লাভ তাহার ত্বরায়॥
নিজ দুর্গোৎসব-পালা বসন্তকে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হোলো সায়॥

গভর্মেণ্ট গেজেট।

বিজ্ঞাপন।

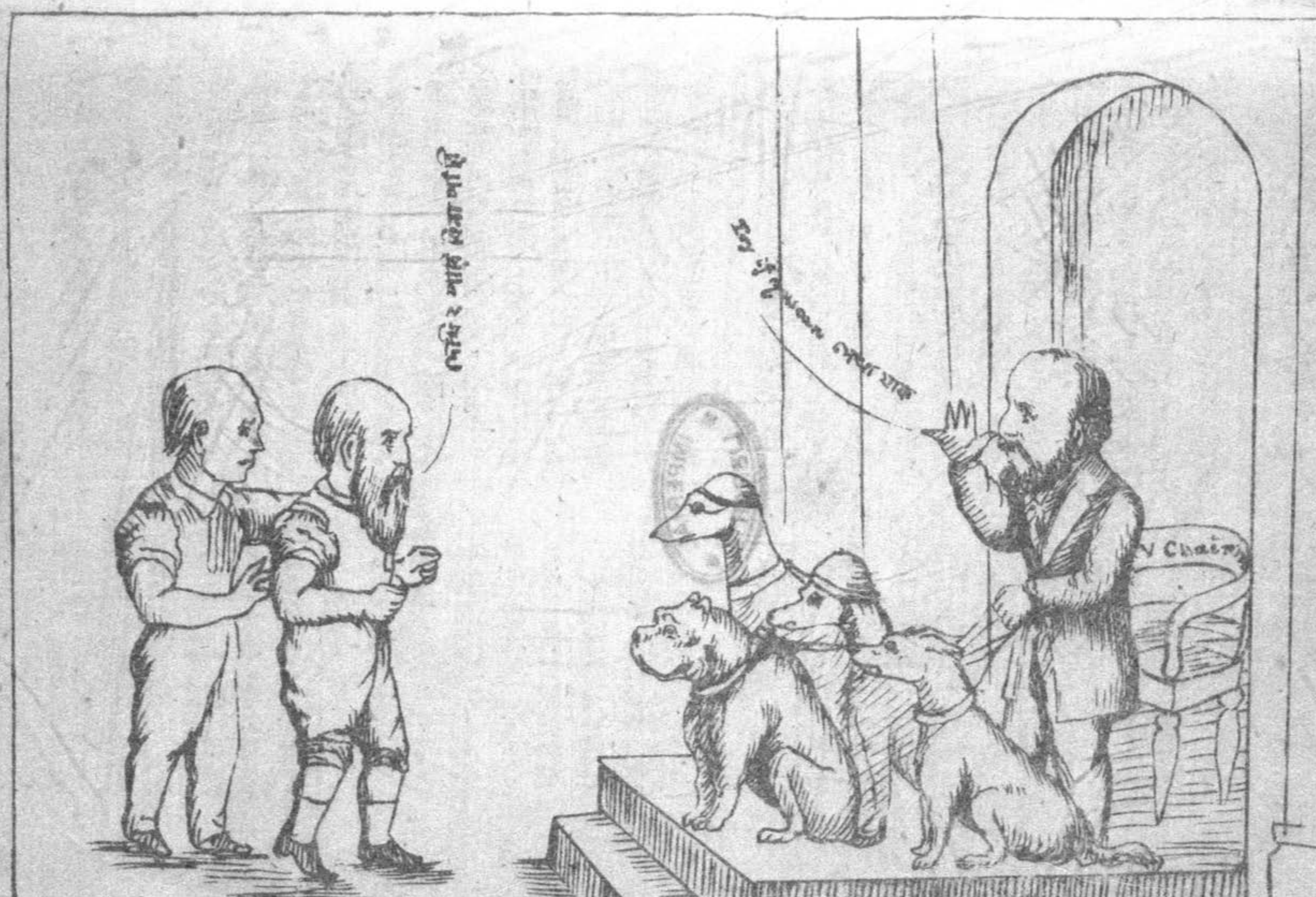
সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত হিজ একসেলেন্সি লাট সাহেব বাহাদুর সিমুলিয়া পর্ব্বত হইতে বম্বে গমন করিবেন, তাহার তালিকা—

প্রত্যূষে লাট সাহেব যাত্রা করিবেন (যাত্রা শব্দে পাঠকবর্গ ভুলে "অপেরা" জ্ঞান করিবেন না, তাহা হ'লে রাত্রে হইত, আর লাট সাহেবের অপেরার দল আছে কি না, আমরা জানি না)

প্রভাতে যদি কুজ্ঝটিকা অর্থাৎ কোয়াসা থাকে, কিম্বা পর্ব্বত-পথ তুষারাবৃত থাকে, তাহা হইলে তানজান অর্থাৎ বোঁচা পাল্কি চোড়ে যাইবেন।

গত বৎসরে বাহকেরা অর্থাৎ বেহারারা তাহাদের দেশী কি সাঁইসঁই গান গাইয়া কান ঝালাপালা করিয়াছিল, তজ্জন্য এবারে নাইট সাহেবের সুবিখ্যাত মাজির গানটি (যাহা লইয়া রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বিবাদ হয়) আর আমাদের সুবিখ্যাত গোস্বামীর কৃত বঙ্গসঙ্গীতের কিয়ৎ গদ (যাহা বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ে শিখান হয়, তাহা) গাইবেক। লাট সাহেব কোন্টি ভাল পরীক্ষা করিয়া লইবেন। যেটি ভাল বোধ হইবেক, সেইটি অবিকল সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গ-সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রচার করিতে অনুমতি দিবেন। (কি হয় বলা যায় না।)

উচ্চ হইতে নিম্নস্থলীতে নামিতে



The guardians of the Municipal Chair. better known by the name of the "Apka waste pack.

মিউনিসিপ্যালিটির নূতন রক্ষকগণ।

চারি জন বলিষ্ঠ পাহাড়ী রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের ঝোলা অর্থাৎ পিঠ বোচ্‌কা অতি পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে। গত বৎসর পাহাড়ীদিগের বস্ত্রস্থিত খটমল অর্থাৎ ছারপোকা ও অঙ্গের সৌগন্ধে লাট সাহেবের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল, সমস্ত দিন উয়াক উয়াক করিতে করিতে যান, ও গাত্র চুলকাইতে চুলকাইতে অর্দ্ধেক নখ ক্ষয় হইয়া যায়। এবারে পাহাড়ীদিগকে উত্তমরূপে উইণ্ডসর সোপ দিয়া গাত্র মার্জ্জন করাইতে হইয়াছে, আর নূতন বস্ত্রাদি সরকারি খরচে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে. লাট সাহেবকে নিম্নস্থলীতে আনিলে তাহা পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইবেক।

পর্ব্বতের নিম্নস্থলীতে অশ্বযান, উষ্ট্রযান, বৃষযান এবং এক্কা প্রস্তুত থাকিবেক।

এক্কা রাখিবার কারণ যে এতক্ষণ ঝোলাযান ও তুষারের শীতল বাতে যদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আটকাইয়া থাকে, তাহ' হইলে সমস্ত অস্থিচয় সঞ্চালন করিয়া লইবেন। এক্কা অপেক্ষা অস্থি সমূহ সঞ্চালনের আর কোন উৎকৃষ্ট যন্ত্র নাই।

মহা দ্রুত গমন করিবেন। বুনো জ্বরের ভয়ে।

অম্বালায় পৌঁছিয়া নাসিকায় সূত্র দিয়া হাঁচিবেন। তদ্দ্বারা সকল বুনোজ্বরসঞ্জটিত বায়ু শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাইবে।

কমিশনর সাহেব হাজির থাকিয়া তৎক্ষণাৎ তিনটি বার জীব জীব বলিয়া তুড়ি দিবেন।

এই অবসরে যদি কোনক্রমে লাট সাহেবের গাত্রে পাহাড়ীদের বস্ত্র হইতে খটমল উঠিয়া থাকে, বস্ত্রাদি ছাড়িবেন।

রেলগাড়ী ভোঁ শব্দ করিয়া চলিবে।

আলাহাবাদের সেতুর উপর গিয়া দাঁড়াইবে।

সেই স্থল হইতে লাট সাহেব আলাহাবাদ গত বন্যাতে ডুবিয়া কিরূপ দৃশ্য হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিবেন। বোরণ এবং সেপার্ড সাহেব এই অবসরে ফটগ্রাফ তুলিয়া লইবেন।

তাহার পর বোম্বাই নগর।

পথিমধ্যে দু একখান আড্রেস।

২১ তোপ।

ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে আহার।

আহারের পর যদি স্ত্রী থাকিত তো, বিহার।

তাহার পর নিদ্রা।

ইহার পর যদি আর কিছু হয় তো, আমরাও লিখিব।

প্রেরিত পত্র।

বিষম সমস্যা।

বৌবাজারের ভূতের দৌরাত্ম্য।

মহাশয়! কিয়ৎ দিবস হইল বৌবাজারের কোন ভদ্র লোকের বাটীর একটি স্ত্রীলোককে ভূতে পাইয়াছে। কেহ বলে পাইয়াছে, কেহ কেহ বলে পায় পায় হইয়াছে, আমরা বাটীর নম্বর কিম্বা লোকের নাম দিলাম না, তাহা হইলে তাঁহার বাটীতে পাছে রথ-দোল দেখিবার মত ভিড় হইয়া পড়ে ভদ্র লোকের বাটীর সাংসারিক কাজ কর্ম্মাদি বন্ধ হইয়া যায়। না লেখাতেই রক্ষা নাই, আবার লিখিলে না জানি কি হয়! স্ত্রীলোকটিরও কোন কথা লিখিলাম না, বালিকা কি যুবতী কিম্বা বয়স্কা, কি জানি আপনি, এবং আপনকার পাঠক বর্গ (তাহারাও ত আপনকার মত) পাছে পরিহাস করেন। তবে বুদ্ধি থাকে বুঝে নিতে পারেন। আরো "ভূতে পেয়েছে" না লিখিয়া যে ভূতের উপদ্রব লিখিলাম, তাহার কারণ শ্রবণ করুন।

স্ত্রীলোকটির পূজাতে এক জোড়া মোটা জড়ানে স্বর্ণবলয় নির্ম্মিত হয়। কিয়ৎ দিবস হইল সেই বালা জোড়াটি হস্তে পরিয়া বসিয়া পাঠ শুনিতেছেন; এমত সময় বোধ হইল, যেন কে এক জন তাঁহার হস্ত হইতে স্বর্ণবলয় বলপূর্ব্বক খুলিয়া লইয়া এক জন পুরুষকে ছুড়িয়া মারিল।

দেখ দেখি মহাশয়! একে উপদ্রব বৈ আর লিখিতে পারি, যদি স্ত্রীলোকটির হাতের ঐ মোটা জড়ানে সোনার বালা অন্য কোন স্ত্রীলোককে ছুড়ে মারিত, তাহা হইলে ভূতে পেয়েছে বলিতাম। এ অত্যাচার বৈ আর কি লিখিব।

এক দিবস একটি রূপার বাঁধান হুঁকা বৈঠকে বসিয়া থাকিতে থাকিতে আপনা আপনি দেয়াল বাহিয়া উঠিয়া কড়িতে গিয়া ঝুলিতে লাগিল, একটি ছোট বাঁস দিয়া পাড়িতে যাওয়াতে হুঁকা ভূতলে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। যদি হুঁকাতে একছিলাম তামাক আপনা আপনি আসিত, তাহা হইলে গৃহস্থের রামা চাকরের মাহিনাটা বেঁচে যেত।

এ টেবিলের ঘড়ি লাফিয়ে গিয়ে ও ঘরের ব্রাকিটে উঠিল ও ঘরের ছবি বারাণ্ডায় গিয়া ঝুলিতে লাগিল, ডাল রাঁধিতে দিলে চাল হোয়ে গেল, মাচ রাঁধিতে দিলে অঙ্গার হোয়ে গেল। পাতে লুচি তরকারি দিলে অমনি ভোঁ কোরে উড়ে গেল।

মহাশয়! এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাসা

করি, ভূত মানেন কি না, এ ব্যাপারটা কি ?

এই পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি গালে হস্ত দিয়া ভাবিতেছি, এমত সময় বাসন্তিকা আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "নাথ! তোমাকে আর গালে হাত দিয়া ভাবিতে হবে না; না হয় যে টাকাতে আমার পূজার সাটীখানি কিনিতে, সে টাকা কটি রাজকুমারের চাঁদায় দাও।" আমি মাথা তুলে হাসিলাম, এমত মধুমাখা সুমিষ্ট বাক্যে কাহার না মুখে হাসি আসে? কিন্তু হরিষে বিষাদ জন্মিল, যার জন্যে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিলাম, যদি বলি, তাহা হইলে বাসন্তিকা যদি আবার কাপড় চেয়ে বসে।

বার সতের ভেবে বলিলাম।

"আচ্ছা বাসন্তিকে এই ভূত—"

বাসন্তিকা চমকে উঠিয়া কহিলেন, 'কৈ ভূত !!"

আমি হাসিয়া কহিলাম,

"না গো তা নয়, বলি ভূত মান।"

বাসন্তিকা মাথা চুলকাইয়া কহিলেন,

"আচ্ছা তুমি ভূত মান কি না, আগে বল, তবে আমি বলিব।"

আমি কহিলাম,

বেশ কথা বোলেছ, আমি পুরুষ মানুষ, ভূতের কি ধার ধারি, ভূত মোলেও আমাদের কাছে আসে না। পুরুষ মানুষকে কি কখন ভূতে পেতে শুনেছ।

বাসন্তিকা ক্ষণেক চিন্তার পর হাসিয়া কহিলেন—

"তাওত বটে, পুরুষ মানুষকে ভূতে পেতে শুনিনি। যুবতী সুশ্রী মেয়ে মানুষকে পেতেই শুনিছি।

বসন্তক—"তবে ভূতেরা বড় সুরসিক বলিতে হইবেক।

বাসন্তিকা হাসিয়া কহিলেন—

"ভূতেরা নিজে সুরসিক কি অরসিক তা আমিত ঠিক বলিতে পারি না, আমাকে যদি কখন পেত তো বলিতে পারিতাম। তবে কথাটা কি জান, স্ত্রীলোকটা যদি রসিকা হয়, তাহাকেই ভূতে পেয়ে থাকে দেখি। অরসিককে পায় না। আর স্ত্রীলোকের উঠ্‌তি উচক্কা বয়েসে এক রকম খেয়াল হয়, শরীরের তেজে একটা এলোমেলো হোয়ে উঠে, তাকেই ভূতে পাওয়া বলে।" এ মেয়েটাকে ভূতে, এপুরুষটাকে পেত্নীতে পেয়েছে।

বসন্তক।—"পেত্নীতে পাওয়া কাকে বলে। মেয়ে মানুষকে বুঝি আবার পেত্নীতেও পায়, সতা সতিনী না কি?

বাসন্তিকা কহিলেন—

মেয়ে মানুষকে আবার পেতে যাবে কেন, তোমার মত সুরসিক পেলে পেত্নীরা ঘাড়ে চেপে বসে। পুরুষ মানুষে স্ত্রীর

বস হোয়ে যদি এলো মেলো কাজ করে, তাকেই পেত্নীতে পাওয়া বলে।

আমি বাসন্তিকার প্রতি চাহিয়া কহিলাম—

তাতো বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, তবে একটা কথা হোচ্চে কি জান, যদি ভূতেরা এত রসিক হয়, আর পেত্নীরা যদি এত রসিকা হয়, তবে তারা ঘরে ঘরে রসিকতা করিলেই আমাদের আপদ চুকে যায়।

বাসন্তিকা বদনে বসন দিয়া কহিলেন,—

ছি ছি ঘরে ঘরে কি হয়, তুমি এমন পণ্ডিত হোয়ে এই কথাটা বল্‌লে!

আমি কহিলাম—

"তবে সে কথা যাক, তবে তোমার মতে ভূতে পাওয়া অর্থে যুবতী স্ত্রীলোকের এলমেল কাজ, আর পেত্নীতে পাওয়া অর্থে পুরুষ মানুষের স্ত্রীলোকের বশতাপন্ন হইয়া এলমেল কাজ। তবে তুমি ভূত মান না।"

বাসন্তিকা গণ্ডে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন—

"শুন্‌লে কথা, ভূত মানিনি, এত দিনের ভূত, বুঝি ভুলে দিতে চাও, এমন কাজ কোর না, যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এক আদটি খোকাটোকা হয়, তবে দুধ খাওয়াবে কি কোরে বল দেখি? অমন কথা আর মুখে এন না, সকল ছেলেরমা তোমার বিপক্ষ হোয়ে যাবে।

বাসন্তিকা চলিয়া গেলেন।

জন্ম-সংবাদ।

কলিকাতা ক্রমাগত তিন বৎসর প্রসব বেদনার পর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

কেহ বলে এটি মেয়ে ছেলে।

কেহ বলে এটি বেটা ছেলে।

কেহ বলে এটি গর্ভপাত।

যাঁরা বলেন বেটা ছেলে, তাঁরা এর নামটি ইণ্ডিয়ান লিগ রেখেছেন।

শ্রীশম্ভু মুখকে পুরোহিত নিয়োগ করা হয়েছে। নামকরণের সময় পালজী বলিলেন, আমি হাঁড়ী দেব না; ওটা গর্ভপাত! সেনজা বলিলেন, আমি নাড়ী দেখিব না, ওটা মেয়ে,

মেয়ে ছেলে মাটীর ডেলা।
টপ্ কোরে নে জলে ফেলা॥

বৃথা পরিশ্রম কেন? "মোরে গেছে মোরে গেছে" বোলে ফেলে পালালেন। যাবার সময় যে দুজন ইংরাজ ডাক্তার দেখ্‌তে এসেছিলেন, তাঁদেরও "মরা মেয়ে মরা মেয়ে" বোলে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এমত সময় ছেলেটা "রেটপেয়ার্স মিটিং" বোলে গলা ছেড়ে চেঁচাতে লাগিল।

তারা হাজার হোক ইংরেজ, গোড়



ড্রেনেজ হওয়াতে ছাতার নূতন ব্যবহার

চেনে ; গলা শুনেই বোল্লে, সজীব ছেলে। ফিরে এসে কত পিঠচাপড়ে গেল। বোল্‌তে কি, ছেলেটা যে যণ্ডা হোয়েছে! সে দিন পালজী চুপি চুপি কাছে গিছ্‌লেন, ছেলেটা পা ছুড়্‌তে ছুড়্‌তে নাকে লেগে গেল। অমনি ঝর ঝর কোরে রক্তপাত। রক্ত কি থামে! সুবিজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল ভাগ্যিস ছিলেন, তাই এক রকম কোরে পটি টটি দিয়ে রক্ত থামালেন। ছেলেটা কি যণ্ডা! মাগো মা!!!

কৈলাস।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে ইংরাজ-শিক্ষিত সিপাহীরা দিল্লীর রাজসিংহাসন পুনঃস্থাপন করিবার আশয়ে রাজবিদ্রোহী হইয়া পশ্চিম প্রদেশে মহা বন্যার ন্যায় অদ্য মিরাট, কল্য কানপুর, পরশ্ব দিল্লী অযোধ্যা প্রভৃতি দেশ প্লাবিত করিল। ইংরাজদিগের স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা ক্রোড়স্থ শিশুর অবধি প্রাণ লইয়া টানাটানি উপস্থিত হইল। তৎসহ ইংরাজ-কর্ম্মচারী বাঙ্গালীদিগের (ইংরাজদিগের মন্ত্রী বলিয়া) প্রাণ বাঁচান ভার হইল। সেই বৎসরের শারদীয় পূজার পঞ্চমীর রাত্রি নয় ঘটিকার সময় কলিকাতাস্থ নির্নাম পল্লীর একটি বাটীতে একটি পরমা সুন্দরী ষোড়শী যুবতী একটি রুদ্ধদ্বারে কর্ণার্পণ করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেছিলেন!

কি শ্রবণ করিতেছিলেন?

দুই বৎসর গত হইল, পূজার সময় তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট নূতন যে পাছাপেড়ে ঢাকাই উঠিয়াছিল তাহা চাহিয়াছিলেন। স্বামী সবে ইস্কুল-আউট হইয়াছেন, টাকা কোথায় পাইবেন, ক্রয় করিয়া দিতে অক্ষম হইলেন, লজ্জা খাইয়া পিতাকেও বলিতে পারিলেন না। স্ত্রী পরমা সুন্দরী, সবে যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিতেছেন, স্বয়ং তেমন সুন্দর নন, চক্ষের জলে, নাকের জলে পূজা অতিবাহিত হইল। তাহাতে ক্ষান্ত হইলে বাঁচিতেন, সেই সবে কলির ভোর হইল। শেষে এক দিবস রাত্রে "দূর হ দূর হ, এমত স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা ভাল" পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া বাটীর কাহাকে না কহিয়া পশ্চিমে প্রস্থান করিলেন।

বাটীতে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, কোথা গেছে কোন স্থির নাই। পাঁচ মাস পরে একখানি পত্র আসিল, যে অযোধ্যাতে তাঁহার একটি কর্ম্ম হয়, বেতন পঞ্চাশ টাকা। সেইকার্য্য ক্রমশঃ দেড় শত টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর নাম একবার উল্লেখও নাই, আর বাটী আসিবার নামও নাই। আপাততঃ সিপাহীদের রাজ-

বিদ্রোহের সংবাদ, বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের ছাড়িতেছে না। অদ্য কি সংবাদ, ও পাড়ার রামেশ্বরের ও তাহার স্ত্রীর নাক কান কেটে দেছে। সকালে মহেশকে মেরে ফেলেছে সংবাদ শুনিয়া প্রাণ উড়ে গেল।

অদ্য তাহার শ্বশুর অযোধ্যার রাজ-বিদ্রোহীর কথা তাহার শাশুড়ীকে বলিতেছিলেন। পুত্রবধূ তাহাই একাগ্র-চিত্তে শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে চক্ষে জল আসিল, ক্রমে ধারা বাহিয়া পতিত হইতে লাগিল, অঞ্চল দিয়া সম্বরণ করিতে গেলেন, ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শীঘ্র সরিয়া গেলেন। "কেও কেও" বলিয়া গৃহ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া শাশুড়ী উকি মারিয়া দেখিয়া কহিলেন, "কে ও বৌ মা।"

পুনশ্চ কবাট ভেজাইয়া দিলেন।

বৌ মা বদনে বসন চাপিয়া শব্দ রুদ্ধ করিয়া স্বীয় শয়ন-গৃহে গিয়া একেবারে শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া আহার করিতে বসিলেন। সম্মুখে আহারাদি সাজান রহিয়াছে, থালার দ্রব্য থালায় রহিল, চক্ষের জলে থালা ভাসিয়া গেল, আহার বদনে উঠিল না, টোপ ডাকা দিয়া বিছানায় গিয়া শুইলেন।

একাগ্র চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে নিদ্রা আকর্ষণ হইল।

কৈলাসে দেবাদিদেব ব্যোমকেশ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, সন্ধ্যার আফিঙ্গের মৌতাতটি করিয়া তাকিয়া ঠেশান দিয়া ঢুলিতেছেন। আর এক একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখস্থ অমৃতের গেলাসটি তুলিয়া দুই একটি সিপ লইতেছেন, আর ভৃঙ্গীর প্রতি এক আদ বার চাহিয়া চক্ষু টিপিয়া মৃদু মন্দ হাসিতেছেন।

ভৃঙ্গী গোঁসায়ের মৃদু মন্দ হাস্যে উৎসাহিত হইয়া নিম্বের সিদ্ধি ঘোটন-যষ্টি দৃঢ় দ্বিহস্তে সাপটিয়া মহাবলে ঘোঁ ঘোঁ শব্দে ঘোরাইতেছেন।

পার্ব্বতী পার্শ্বে বসিয়া মৃদু মন্দ হাসিতেছেন, আর পিত্রালয়ে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। জয়া সম্মুখে বসিয়া বস্ত্রাদির পুটুলি বন্ধন করিতেছে। বিজয়া বস্ত্রাদি আনিতেছে, স্বয়ং কাপড় চোপড় দেখিয়া শুনিয়া পাট করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ভৃঙ্গী ও বিজয়াকে তাহার অবর্ত্তমানে ঘরকন্না চালাইবার কথা বুঝাইয়া দিতেছেন।

এমন সময়ে মহাদেবের আসন টলিল।

মহাদেব চমকিয়া কষ্টেস্‌ষ্টে নয়ন উন্মীলন করিয়া কহিলেন "অ্যাঁ কি!"

ভগবতী চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, কি গা।"

শিবের নয়ন পুনর্ব্বার মুদিত হইল,

পুনশ্চ ঝিমকিনি খাইতে লাগিলেন।

ভগবতী স্বীয় কাপড় গোছাইতে লাগিলেন।

মহাদেব "আবার এ কি" বলিয়া পুনশ্চ চম্‌কিয়া উঠিলেন।

ভগবতী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ সেই অবধি এ কি এ কি করিতেছ, ব্যাপারটা কি বল না?"

মহাদেব কষ্টেস্বষ্টে চক্ষুঃত্রয় উন্মীলিত করিয়া কহিলেন "হুঁ" দ্বিতীয় হুঁতে চক্ষুঃ পুনশ্চ মুদিত হইয়া গেল।

জয়া হাসিয়া কহিল।

"অধিক করিয়া, সিদ্ধি মিশাইয়া,
ধুতুরা খাইতে হবে।
যাবত্ বিবাহ, না হয় নির্ব্বাহ,
উপবাস তবে সবে॥"

পার্ব্বতী হাসিয়া পুনশ্চ কাপড় গুছাইতে লাগিলেন।

মহাদেবের আসন পুনর্ব্বার টলিল, মহা টলিল, বিকট টলিল।

এইবার মহাদেবের হোঁস হইল, ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে বোসে ভৃঙ্গীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "ওহে দেখ্‌ছ কি, ভূমিকম্প হোচ্ছে!"

ভৃঙ্গী হাসিয়া কহিল "আজ্ঞা কৈলাসে ভূমিকম্প! বোধ হয় তা নহে, সিদ্ধিটাতে অধিক ধুতুরা পোড়ে থাকিবেক।"

জয়া হাসিয়া কহিল "যেমন গুরু তেমনি চেলা, সিদ্ধি যে এখন বাট্‌চো, উদ্দেশে বুঝি নেশা হোলো।

ভৃঙ্গী কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল "তবে বোধ হয় সুধার ডোসটা কিছু অধিক হইয়া থাকিবেক।

মহাদেব কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "তা হোতে পারে, আজকের সুধাটা আচ্ছা কড়া, বোধ হয় একসা নম্বর ফাষ্ট চুঁয়াইয়াছ।

আবার আসন টলিল।

মহাদেব চমকিয়া কহিলেন "আরে না হে, এ নিঃসন্দেহ ভূমিকম্প।

পার্ব্বতী হাসিয়া কহিলেন "না গো না, এমনতর তো রোজ হয়, ওটা তোমরা ওভর ডোস বোলে থাক।

মহাদেব হাসিয়া কহিলেন, "আমার আবার ওভর ডোস কি! আমি কালকূট এক টানে খেয়েছি। এ আমার ওভর ডোস নাই, এ নিঃসন্দেহ বাসুকি ওভর ডোস নিয়ে থাকিবেন, কাঁচা কি না, সহিবে কেন?"

পার্ব্বতী হাসিয়া কহিলেন "কৈলাসে কি ভূমিকম্প হয়!"

মহাদেব কহিলেন "আরে না গো না, তুমি জান না, বাসুকি এখন লুকিয়ে আরম্ভ কোরেছেন, তা না হোলে সে দিন কাশীতে ভূমিকম্প হয়? কাশী থেকে কৈলাস কত দূর!"

আবার টলিল, বিষম দলিল, মহাদেবের মস্তক অবধি টলিল, আবার টোপর টলমল কোরে জয়ার পৃষ্ঠদেশে গিয়া পড়িল।

জয়া আঁউ মাউ কোরে লাফিয়ে উঠিল।

টোপরটি উল্টাইয়া দুর্গার বসনের উপর পড়িল।

মহাদেব বিল্বদল-ভক্ত, সর্ব্বদাই মস্তকে বিল্বদল থাকে, বিল্বদলের চন্দন দুর্গার বস্ত্রের উপরে ছট্‌কাইয়া পড়িল, ভগবতী বিরক্ত হইয়া কহিলেন "দেখ্‌লে দেখ্‌লে, এমন না খেলেই নয়, একটুও সামাই নাই। আমার সব কাপড় নষ্ট কোরে দিলে, এখন কি নিয়ে বাপের বাড়ী যাই বল দেখি।"

ভৃঙ্গী ছুটিয়া গিয়া প্রভুকে ধরিল।

মহাদেব চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন "হুঁ তাইতো একি হোলো, এমনতর তো অনেক দিন হয় নাই।"

মহাদেব মস্তক চুল্কাইতে লাগিলেন। মস্তকে জটাভার সহজে চুল্কান ভার, বলপূর্ব্বক অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিলেন।

গঙ্গা এতক্ষণ জটায় বদ্ধ ছিলেন গড় গড় করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পথ পাইয়া সন্‌সন্‌ করিয়া ফিচ্‌কারীর মত জয়ার গাত্রে ও দুর্গার বস্ত্রে ও ভৃঙ্গীর চক্ষে পড়িতে লাগিলেন।

ফিক্ করিয়া হাস্যের ঘটা কে দেখে! সতিনীকে দেখিয়া চণ্ডী চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধরিলেন। শিবের তখন চক্ষুঃ রগ ড়ান হইতেছে, তদ্দৃষ্টে ভৃঙ্গীর মনে ভয় উপস্থিত হইল, প্রভু অপ্রতিভ হন ভাবিয়া জটা বান্ধিয়া দিতে গেল। চক্ষে জল পড়াতে ভাল দেখিতে পায় নাই, তাড়াতাড়িতে বরং সমুদয় জটা খুলিয়া ফেলিল, সুকর্ম্ম করিতে অকর্ম্ম হইয়া উঠিল।

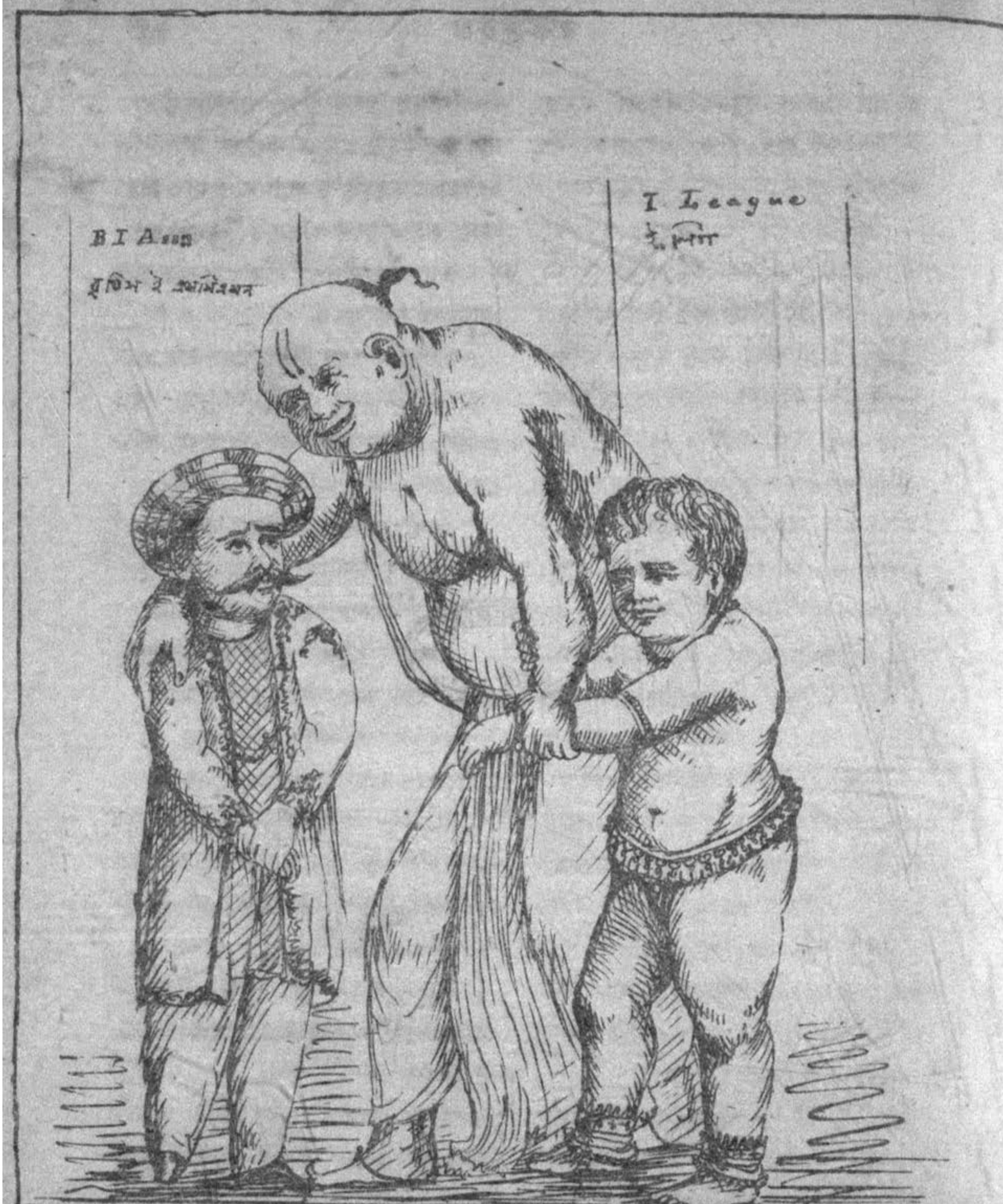
গঙ্গা এতক্ষণ শিবের মস্তকে হাপ বয়েল হইতেছিলেন, পথ পাইয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া মহাবেগে ঝর ঝর শব্দে নির্গত হইতে লাগিলেন। শরীরে কৈলাসের শীতল বাতাস লাগিয়া হেসে, নেচে কুদে বেড়াইতে লাগিলেন। শিবের গেলাস ভাসাইয়া লইলেন। ভগবতীর কাপড়ের পুটলির নিকট যাওয়াতে জয়া তুলে লইয়া ছুটে পলায়ন করিল, ফিরে ভৃঙ্গীর সিদ্ধিবাটী ও ঘোটন-যষ্টি তুলিয়া লইলেন।

এতদ্দৃষ্টে ভৃঙ্গী তাড়াতাড়ি সিদ্ধির বাটী ধরিয়া বৃথা অপচয় ভাবিয়া চুম্বুক দিলেন।

সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে।

ভৃঙ্গীর বুদ্ধি- বেড়ে তালগাছ সমান হইল।

সাঁতার দিয়া গিয়া শিবের টোপর ধরিয়া শিবের মস্তকে চাপিয়া বসাইয়া দিল। নিম্বের ঘোটন-কাটি তুলিয়া দুই



Dont make a big Fool of yourself, now like a good Boy, go and kiss your "Little Brother"

ছি ছিঃ ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কি ঝকড়া করিতে হয় ?

ঘা মারিয়া টোপর মেক্‌মারা করিয়া মস্তকে বসাইয়া দিল, জল-পড়া বন্ধ হইল।

ভৃঙ্গীর হাসি কে দেখে!

ওদিকে গণেশ নাচদুয়ারে বসিয়া তম্বুরার সুর মিলাইয়া পাখোয়াজটি বাঁধিয়া সবে তানা নানা তায়রে নাররে লুম করিয়া তানটি ধরিয়াছেন, এমত সময় হুড় হুড় করিয়া আসিয়া গঙ্গা তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

গণেশ "কর কি, কর কি" বলিয়া এককালে পাখোয়াজটি আর তানপুরা বগলে লইয়া ভাসিয়া চলিলেন।

কার্ত্তিক ময়ূরের আস্তাবলের উপর বসিয়া নিজের সাজগোজ ও লপেটা যুতা ঝাড়িয়া লইতেছিলেন, এত জল-কোল্লোল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ওরে কে আছিস দ্বার রুদ্ধ কর। জলের চোঙ্গ ফেটেছে, লেস্‌লি সাহেবকে ডাক, পথ ঘাট সব ডুবে গেল। গঙ্গা বাঁধিতে আর কেহ পারে না।

এ দিকে মহাদেবের অঙ্গে এই শীতল জল পড়াতে শরীর কিঞ্চিৎ শীতল হইল। গাত্র মুছিয়া কহিলেন—

ভৃঙ্গী এতক্ষণ ঠাওর হয় নাই, বোধ হোচ্ছে কোন ভক্তবৎসল আমাকে ডাকিতেছে, পদ্মাকে ডেকে বল, এক বার খড়িপেতে দেখুক। আর যদি সিদ্ধি ঘোটন হোয়ে থাকে নিয়ে এস।

সিদ্ধির কথা শুনে ভৃঙ্গীর মাথায় যত উকুন ছিল, একেবারে ইলিবিলি করিয়া কামড়াইতে লাগিল, দুহাত দিয়া মাতা চুলকাইতে বসিল।

এমন সময় পদ্মা খড়ি হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাদেব পদ্মাকে দেখিয়া কহিলেন, পদ্মে! একবার খড়ি পাতিয়া দেখ দেখিন, কোন্ ভক্ত আমাকে স্মরণ করিতেছে।

ভৃঙ্গী অবসর পাইল, "বাঁচলুম" বলিয়া পাশ কাটাইল।

পদ্মা খড়ি পাতিয়া দেখাইল।

মহাদেব তাহা দর্শন করিয়া কহিলেন "বটে, তবে আমি চলিলাম।"

মহাদেব আদিভূত হইলেন।

যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, এক জন যুবক তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। শীহরীয়া উঠিয়া বসিলেন।

যুবক দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "কেমন এমন ভাতার থাকা ভাল, না, না থাকা ভাল।"

যুবতী একবার দৃঢ় কটাক্ষ করিয়া বাহু প্রসারিয়া আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে মস্তক লুকাইলেন।

যুবক যুবতীর মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন "কৈ কিছু উত্তর দিলে না যে?

যুবতীর চক্ষু দিয়া দর্ দর্ করিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল, মৃদুস্বরে কহিলেন, অধীনীর দুর্ব্বুদ্ধির কথা কি এখন মনে কোরে রেখেছেন, ভোলেন নি।

যুবক কহিলেন, যদি তোমাকে ভুলিতাম, তবে তোমার কথাও ভুলিতাম। এখন সে কথা থাক, পাছাপেড়ে গুলবাহার ঢাকাই সাটী নেবে কি না বল।"

যুবতী উত্তর করিলেন "এ জন্মে না। আমার পরবার সাধ মিটেছে, আমি দিব্য করেছি, কখন পরিব না।"

যুবক হাসিয়া কহিলেন "তবে যে পোরে রয়েছ।

যুবতী চমকিয়া স্বীয় বসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, গুলবাহার পাছাপেড়ে ঢাকাই সাটী পরিয়া বসিয়া আছেন, ত্রস্ত হইয়া সেই বসন ত্যাগ করিতে গেলেন।

যুবক ত্বরায় ধরিয়া কহিলেন "সে কি প্রিয়ে! আমি এত কষ্টে ক পড় দিলাম, পরিবে না।"

যুবতী স্বামীর পদদ্বয় ধরিয়া সকাতরে কহিল, "নাথ! তুমি বলতো আমি পোরে থাকি, কিন্তু যতক্ষণ আমাকে পরাইয়া রাখিবে, ততক্ষণ আমি তোমার পা ছাড়িব না।"

যুবক যুবতীকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া সপ্রেমে হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তবে ছেড়ে আঁল্লায় বেঁধে রাখ, প্রত্যহ শোবার সময় একবার দেখে শুয়ো।"

ইত্যদ্ভুত চণ্ডীর ঢাকাই পাছাপেড়ে সাটীকাণ্ড সমাপ্ত।

—*—

পাতকুড়ানে সংবাদ।

ম্যানচেষ্টর মেম্বর অফ কমার্স হইতে ষ্টেট-সেক্রেটরী আফিসে একখানি অভিযোগ-পত্র প্রেরিত হইয়াছে, যে ভারতবর্ষীয় নূতন এক আইনের ধারা মতে শতকরা পাঁচ টাকা মাস্থল, অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, ম্যানচেষ্টরও অসন্তুষ্ট হইয়াছে, একেই বলে "যার জন্য চুরী করি সেই বলে চোর।"

———

পূর্ণচন্দ্রোদয়ে লেখেন যে "স্যাটার্ডে রিভিউ" আমাদিগের সুপ্রসিদ্ধ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি এই মুখেই ভারতবর্ষের তলগড় পর্য্যন্ত অবগত আছেন বলিয়া ভাণ করেন ইত্যাদি।"

ইংরাজেরা যে সর্ব্বদাই লেখেন, নখীন্দরের বাপ দশরথ, হনুমানের মা যশোদা, তাহার আশ্চর্য্য কি! দেখুন, পূর্ণচন্দ্রোদয় এদেশীয় হইয়াও লিখিতেছেন, যথা "বরদা যুবরাজ বাহাদুর বৈকালে" গৈকবাড়ের "(আমরা ভেবেছিলাম গোপাল ভাঁড়ের) সাক্ষাৎ করিয়া-

ছিলেন।" এর নামই "চালনী বলেন সূচ ভায়া তোর শেষে কেন ছ্যাঁদা।"

এক জন ব্রাহ্মণ একত্রে বসিয়া গল্প করিতেছিল, তন্মধ্যে এক জন পূজারি ব্রাহ্মণ কহিলেন যে, দেখ ভাই, এবারে পূজার দরুন্ লাভটা বিলক্ষণ হইয়াছে, প্রতিবারে চারিটি বৈ পূজা হয় না, এ-বারে পাঁচটি পূজা হইয়াছে, পাঁচ স্যুট করিয়া সমস্ত দ্রব্যই পাইয়াছি।

তন্মধ্যে এক জন কহিল "সে কি ভাই, পাঁচ স্যুট কি তর! চারি দিন হো-লেই কি বোয়ে গেল, সপ্তমী অষ্টমী মহা অষ্টমী আর নবমী বৈত আর পূজা নাই। তোমার বাবু নাকি চারি দিনে পাঁচটা পূজা কোরেছিল। পূজা কো-ল্লেই বুঝি হয়, পূজার বুঝি নিয়ম নাই।

পূজারি ব্রাহ্মণ তাহার যজমানকে নিন্দা করত কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া উত্তর করিলেন, "কেন চারি দিনে বুঝি চারিটি পূজা হবে না, আর মহা অষ্টমী পূজা কোত্তে হবে না, তা হোলেই তো পাঁচ-টা পূজা হোলো। ব্রাহ্মণ কহিলেন"পূজা, বুঝি দিনের পূজা না তিথির পূজা।'

পূজারি ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, তা হোলে হবে কি "আত্মবৎ" তো পূজা দিতে হবে, তা না হোলে যে, দেবী এক দিন শুকাইয়া থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন "আর একটি" পূজার আবশ্যক কি, শুদ্ধ ভোগ দিলেই তো হয়।

পূজারি ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "এতক্ষণে বুঝেছি, ভায়ার বুঝি চারটি বৈ পটে নাই, ভায়ার যজমান বুঝি নমঃ বিষ্ণু বোলে সেরেছে। দাদা পূজায় টাকা লাগে, বড়মানুষ যজমান চাই।

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "ওহে বড়-মানুষ গরিবের কথা হচ্ছে না, পূজাটা করিবে, তার তো একটা বিধান চাই, তার তো একটা শাস্ত্র চাই। পূজারি ব্রাহ্মণ "ঈস! দাদা আমার একেবারে বেদান্তবাগীশ হোয়ে বোসেছেন, সমস্ত শাস্ত্রই নাকি দাদার মুখাগ্রে, তাই শাস্ত্রের বিধান চাই। চাল কলা পাই ঘন্টা বাজাই শাস্ত্রের ধার কি ধারি।"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া উত্তর করিল "সে কি দাদা! তবে পূজাটি কি কোরে সমাধা কোল্লে, সপ্তমী, অষ্টমী, মহাঅষ্টমী আর সাড়ে অষ্টমী কোরে নাকি সাল্লে।

পূজারি ব্রাহ্মণ হাসিয়া উত্তর করিল, "ভাই তার কথা কোস কেন, এবারে আমি কুড়িখানা কালীপূজা একলা কো-রেছি।

ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হ য়া কহিল "সে কি, একখানা কালীপূজা করিতেই সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়, কুড়িখানা পূজা কোরেছ? বোধ হয়, তবে আর লোক ছিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "কেহই না ভাই! শর্ম্মাই একাই এক শ. সব একলা কোরেছি ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিল" একি হোতে পারে এটা বাস্তব গল্প।

পূজারি ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, সত্য সত্য আমি দিব্য করিতে পারি, ব্রাহ্মণ করযোড়ে নমস্কার করিয়া কহিল। দাদা তোমাকে নমস্কার, তুমি সর্ব্বনেশে লোক। আমরা নয় তোমরা নও,সাক্ষাৎ দেবতাকে ফাঁকি, আবার দেবতা বোলে দেবতা, স্বয়ং কালী. কাঁচা খান. আস্ত গ্রাস করেন। যে দিন ঠেকৃবে সেই দিন টের পাবে।"

পূজারি ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া কহিল "দাদা এতক্ষণ জ্ঞানীর মত কথা কহিতেছিলে, একেবারে বোকার মত একটা কথা কোয়ে বোসিলে।"

ব্রাহ্মণ কহিল "এর আবার বোকামী কি,দেবতার সঙ্গে চালাকী? একদিন টের পাবে। পূজারি ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া কহিল,দেবতাটা পেলে কোথা! কালী মাটীর প্রতিমা, যখন কুমরবাড়ীতে থাকে তখন কি? তা হোলেত কুমররা যে কাদা কালী ঝুলি মাথায়, তত দিনে তাদের উড়কুড় উঠে যেত, ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "সে কি!"

পূজারি ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া কহিল, "এইটা আর বুঝ না, ঠিক সেইরূপই ছিল, কুমারবাড়ীতে যেমন মাটীর প্রতিমা ছিল আমি কেবল চাল কলাটা হাত কোরেছিলাম। একটিরও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি নাই।

মূল্য প্রাপ্তি।

গত বৎসরের।

শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার ঘোষাল ..	৩
" " নেপালচন্দ্র মিত্র	৩
" " ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র	৩
" কুমার যতীন্দ্রনাথ দেব	৩
" " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
" " মন্মথনাথ দেব	৩
" " বিনোদবিহারী সাহা ..	৩
" " নবীনকৃষ্ণ বসু	৩
" " হরিবংশ মুখোপাধ্যায়	৩
" " পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩
" " শুকচরণ সরকার	২
" " ব্রহ্মপ্রসাদ সিংহ	১
" " গিরীশচন্দ্র কর	১
" " হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	১
" " প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" " জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী	১
" " কামাখ্যানাথ মিত্র	১
" " ব্রজমোহন বশাখ	১
" " জগৎদুলাল চৌধুরী	॥০
" " কালিদাস চন্দ্র	॥০
" " মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	১
১২৮১ সালের।	
" " শুকপ্রসন্ন ঘোষ	৩
" " নবীনচন্দ্র বড়াল	৩

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।



কৈলাস


জয় ২ যুব রাজ চিরজীব হও। এ বৃদ্ধা কিংকরী পদে এই ভিক্ষা চায়।
প্রজা বলে সসাগরা ধরা ভার লও॥ কটাক্ষেতে কৃপা কণা কিছু যেন পায়॥

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। ষষ্ঠ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৶, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।	এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।	অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

যুবরাজের সংবাদ।

বোম্বাই নগর.—বিশেষ সংবাদদাতা।

প্রায় সমস্ত ভদ্র লোকেরি একটি না একটি ঘড়ি আছে, সকলেই ঘড়ি চালান। কিন্তু মজার কথা এই যে, দুইটি ঘড়ি সমান চলে না, কিন্তু সকলেই স্ব স্ব ঘড়িটি ঠিক চলে সিদ্ধান্ত করেন, এবং তাহা দেখিয়াই সময় নির্ণয় করেন। ইহা বলিয়া সকল লোককেই নির্ব্বোধ বলা যায় না, সকল লোককেই বিজ্ঞও বলা যায় না। এটি স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক পত্রসম্পাদকেরা তাঁহাদের বিশেষ সংবাদদাতা যে সংবাদ পাঠাইবেন তাহাই শিরোধার্য্য, আর সমস্ত সংবাদ মিথ্যা বোধ করেন। আমরাও আমাদের সংবাদদাতা যাহা পাঠাইয়াছেন তাহাই পত্রস্থ করিব, আর আর পত্রসম্পাদকেরা যাহা লেখেন, যদি আমাদের সঙ্গে না মিলে তো সর্ব্বৈই মিথ্যা।

বোম্বাই, সোমবার, সন্ধ্যা ৮ই নবেম্বর।

রবিবারের সন্ধ্যার সময় সকলেই স্থির করিলেন যে, কল্য মধ্যাহ্ন সময়ে কিম্বা বৈকালে শিরাপিস যুবরাজকে বহন করিয়া উপস্থিত হইবেক। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতেছেন। অতি প্রত্যূষে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া ক্রমান্বয়ে তোপ হইতে লাগিল; প্রথমে যাঁহারা বেলা অবধি ঘুমান, প্রত্যূষসূচক তোপ

মনে করিয়া পুনর্ব্বার পাশ ফিরিয়া শুইতে উপক্রম করিতেছেন, দেখেন তোপ আর থামে না। যাঁহারা প্রত্যূষে উঠেন, তাঁহারা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা কেহ কেহ পোষাক পরিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, কেহ কেহ পোষাক পরিবার উপক্রম করিতেছেন, কাহারও স্নানাদি ক্রিয়া সমাধা হয় নাই, কাহারও পেটে চা পড়ে নাই, তাড়াতাড়ি সাজিয়া বাহির হইলেন, কেহ গিয়া স্বীয় বাটীর মট্‌কায় উঠিলেন, (বম্বায়ে আমাদের মত ছাদ নাই) কেহ বা গাছে উঠিলেন, কেহ বা ঝোপে উঠিলেন, যে যেখানে পারিলেন উঠিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। তোপ আর থামে না। রণপোত সকল একে একে একুশ তোপ ছাড়িতেছে, শীঘ্র শেষ হইবার সম্ভব কি? হাঁ কলাবাপএণ্টে রাজকেতু প্রাতঃসমীরণে হেলিতেছে দুলিতেছে, কিন্তু উড়িতেছে না। সে অতি বৃহৎ পতাকা প্রাতঃসমীরণের সাধ্য কি, যে উড়ায়।

যুবরাজ আসিয়াছেন, মহাধ্বনি উঠিল। শঙ্খ বাজিল, ঘণ্টা বাজিল, ঢাক, ঢোল, কাড়া, দমামা, দগড়া, নহবত, যা কিছু বম্বায়ে ছিল, বাজিয়া উঠিল। এমত কি, অনেক পদবীধারী ভদ্রলোকের বাটীর সিন্ধুকের খোলের ভিতরের টাকা বাজিয়া উঠিল; বস্তানী আবদ্ধ হাজারি বুলবুল খাঁচার ভিতরে বাজিয়া উঠিল।

যিনি ঘর নিকাইতে ছিলেন, তিনি গোবর ফেলিয়া ছুটিলেন। মুসলমানেরা প্রত্যূষে বদনা হাতে করিয়া খোদার নাম লইতেছিলেন, খোদার নাম কোথায় রহিল, অমনি বদনা ফেলিয়া ছুটিলেন। পার্সিরা প্রত্যূষে সমুদ্রের নিকট দাঁড়াইয়া সূর্য্যের স্তব করিতেছিলেন, ধর্ম্মপুস্তক জলে ফেলিয়া ছুটিলেন। বিলাসিনী বিবিরা সাধের চিগনন (বিলাতীয় জটাজূট) পরিতে অবসর পাইলেন না, ফেলিয়া চলিলেন। মাতা ছেলেকে, ছেলে মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, মাতাল বোতলকে, বাবু নিজ রক্ষিত বেশ্যাকে, গুলিখোর হুঁককে, হেটো তার বোঝাকে, মেটো তার কলকে ফেলে চলিল, চলিল কোথায়!

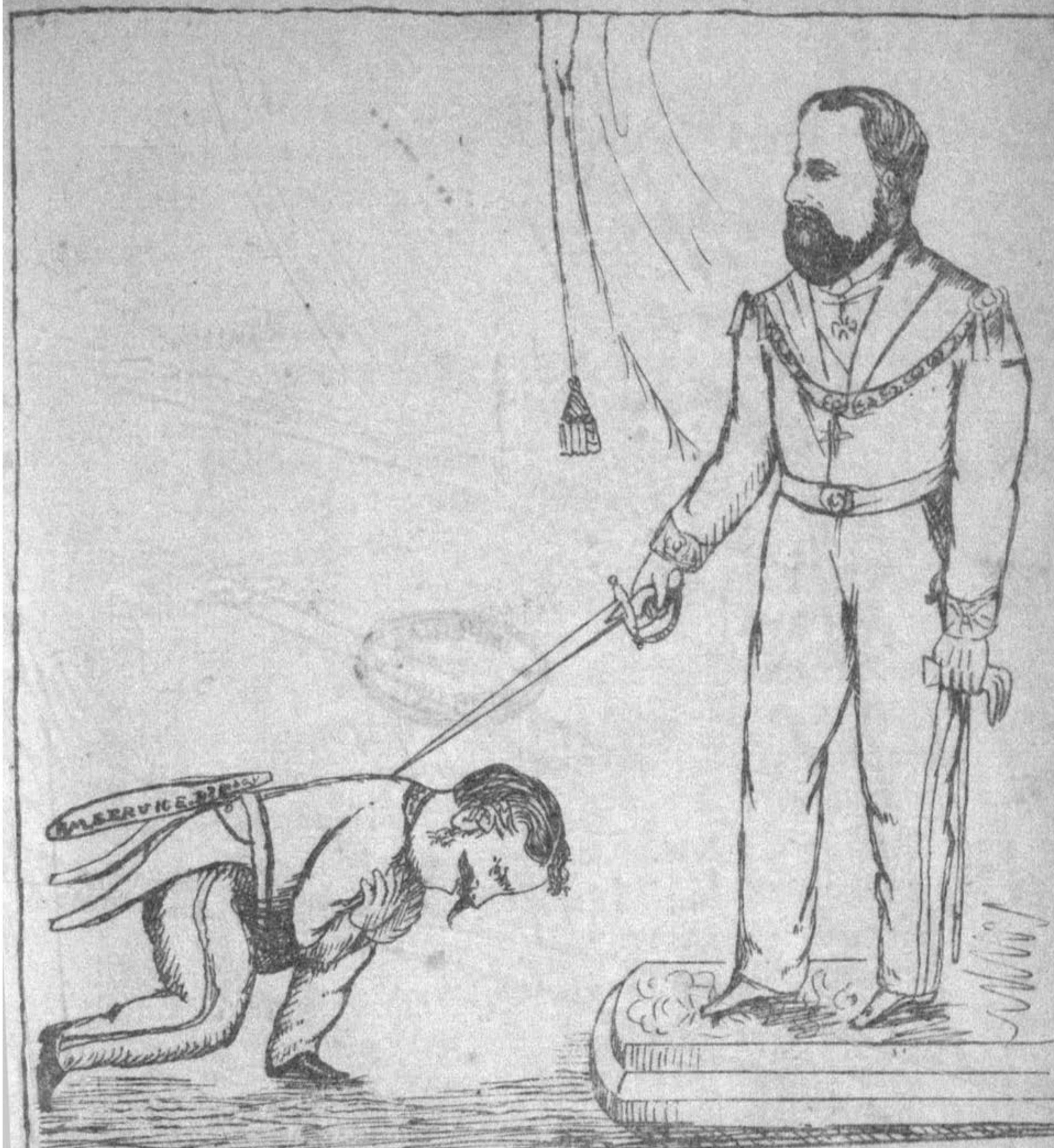
আমি যদি পাদরি হইতাম, তাহা হইলে বলিতাম—কিন্তু আমি সংবাদদাতা, আমি বলি, ডাকৃইয়ার্ড—যে স্থলে যুবরাজ প্রথমে ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিবেন।

কেহ একা, কেহ দোকা, কেহ বগী, কেহ চেরেট, কেহ পাল্কি, কেহ ঘোড়া, কেহ হাতী, কেহ উট, কেহ গরু, কেহ গাধা, কেহ ঝাঁকামুটে বাহনে ছুটে আসিয়া পড়িলেন।



Jumnaa Bai being a widow, to mark the interest taken in and the knowledge acquired of the manners and customs of the country by the Ruling Power) was presented with a pair of Golden
"BRACELETS"!!!!!!!!!

শ্রীমতী মহারাণী যমুনা বাই বিধবা, তাঁহাকে এক যোড়া হীরক-খচিত বলয় প্রদান করা হয়।
রাজ্ঞী নিজামের ঔর এর হাতের মনে ভাবিয়া মুড়ু মুড়ু করিয়া পরিয়া লইলেন।



To commemorate the Visit of Bombay H. R. H. Prince of Wales made Mr Souter of "Baroda" a Knight.
"Long live Sir Souter of Baroda and may he live long to enjoy his honors with his friends,
"At Home"

সর সাউটর অব বরদা

অশ্বের হ্রেষা রব, উষ্ট্রের কড়কড়ি, গাড়ীর ঘড়ঘড়ি ও মনুষ্যের কোলাহলে বাত্যা-ব্যথিত সমুদ্র-হিল্লোল সদৃশ জ্ঞান হইতে লাগিল। স্রোতের আদি অন্ত নাই, হিন্দু, মুসলমান, আরব, পারস, ইহুদী, ইংরাজ চতুর্দ্দিক হইতে একস্থলে মিলিত হইতে মহাজল-ঘূর্ণি-বোধ হইতে লাগিল।

সাত ঘটিকার অগ্রে অস্বোরণ ধূম-পোত শিরাপিসের সঙ্গত্যাগ করিয়া বম্বাই আসিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নঙ্গর ফেলিয়াছে। দূরে শিরাপিস জা-হাজকে দেখা যাইতেছে। ৯ ঘটিকার কিছু অগ্রে শিরাপিস হেলিতে দুলিতে, সমুদ্রের জল ঠেলিতে ঠেলিতে—ধূম উদ্গার করিতে করিতে বম্বায়ের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বম্বায়ের সমুদ্র-তীর রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে ১৩ খানি অর্ণব-রণপোত, ৬ খানি টরেট রণপোত আছে, সেই সকল দুই শ্রেণী হইয়া মধ্যস্থলে একটি পথ রাখিয়া নঙ্গর করিয়াছিল। রাজপোত দর্শনে অর্ণব-সৈন্যেরা মাস্তুলে হাত ধরা-ধরি করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া "হুরে হুরে" ইত্যাকার মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল, প্রতি পোত হইতে নমস্কার সূচক ২১ তোপ হইতে লাগিল, আপন বন্দরে যে দুর্গ ছিল, তাহা হইতেও তোপ হইতে লাগিল। তোপ ও জয়ধ্বনিতে বাসুকি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিলেন। ৯ ঘটিকার সময় শিরাপিস অসবোরণের পার্শ্বে ও তাহার সঙ্গী রণবাহক পোত ইউ-ফ্রেটিসের নিকট আসিয়া ধ্বজি গাড়িল, নমো বিষ্ণু, নঙ্গর ফেলিল।

যুবরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের পোসাকে (ফিলড মার্সাল) সম্মুখে দাঁড়াইয়া তা-মাসা দেখিতেছিলেন।

যে প্রকার পক্ক কাঁঠালের একটি কোষ পাইলে মক্ষিকা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসে, সেই প্রকার ছোট ছোট নৌকা, পিনাস, ভাউলে, গাধাবোট, ঘোড়াবোট আসিয়া ঝাঁক বাঁধিল।

এমত সময় সংবাদ আইল যে, যুব-রাজ প্রত্যূষে বম্বাই পদার্পণ করিবেন না, যে প্রকার অগ্রে স্থির হইয়াছে তাহাই বাহাল থাকিবেক। সকলেই ফিরিল, অনেকের সে পর্য্যন্ত পেটে এক ফোঁটা জল পড়ে নাই, কাবাসজীর ১০ ঘটিকা অবধি না খাইয়া মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, এড্রেস হাতে করিয়া ভাবি-তেছিলেন, যে, কি প্রকারে পড়িবেন, এখনি জিহ্বা তালুতে আট্‌কাইয়া যাইবেক। ছুটে বাটীতে গেলেন, দে-খেন যে, ভাত নমো বিষ্ণু, পোলাও হয় নাই। ১৲ টাকার বাজারে মেঠাই খাইয়া পুনর্ব্বার হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত হইলেন।

বম্বায়ের নিত্য কাজ বন্ধ হইল,

দোকান পাট বন্ধ হইল, স্কুল অবধি বন্ধ হইল, ছোট ছোট ছেলেরা নাচ্তে নাচ্তে বাড়ী গেল, যুবরাজকে কত ধন্যবাদ দিতে দিতে পথে চলিল; এমন-তর যুবরাজ যদি রোজ রোজ আসে তবে বড় আনন্দের বিষয়।

অপরাহ্ণে ২ ঘটিকার সময় পুনরায় ডাকইয়ার্ডের নিকট লোক সমবেত হইতে লাগিল। ৩ ঘটিকার সময় বড় লাট সাহেব, ছোট লাট সাহেব, দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন। সরকারী ভাউলে চড়িয়া রাজদর্শনে গেলেন। তাহার অর্দ্ধ ঘটিকা পরে সার ফিলিপ উড্ হাউস তাঁহার পারিষদবৃন্দ লইয়া রাজদর্শনে গেলেন। ক মিনিট বাদে ফিরিয়া আসিয়া যুবরাজের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাস্তায় রাস্তায় ধূল পরিমাণ।
দশবিশ রাজা কাঠায় যান॥
প্রতিনিধি নিজামের আর কোলাপুর।
মারোয়ার গৌকুমার কচ্ছ মহীসুর॥
উদয়পুর রাণাশ্রেষ্ঠ আর কুরন্দার।
সিন্ধুর আমীর আদি আর কাটিবার॥
ভরনগর আদি রাজা নাম লিখ্‌ব কত।
উত্তরের ছোট বড় রাজা আছে যত॥

চারি ঘটিকার সময় লাট সাহেবের সহিত যুবরাজ বম্বাই পদার্পণ করিলেন। অর্ণবপোত হইতে ২১ তোপ।

দুর্গ হইতে ২১ তোপ।

ভারতবর্ষে যেখানে যত দুর্গ ছিল সে সকল হইতে ২১ তোপ। (তাহা হইলে সর্ব্ব সমেত কত তোপ হইল, এই প্রশ্নটি বি, এ, পরীক্ষার জন্য তুলিয়া রাখা উচিত।)

মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মাধ্যক্ষ এক লম্বা অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন।

যুবরাজ উঠিয়া দেখিলেন, সম্মুখে গৌকুমার। গৌকুমার শিশু, যুবরাজ আদর করিয়া গাল টিপিলেন।

দেখেন অঙ্গুলিতে সাদা গুড়া।

তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে পকেট-বুক (পুস্তক) ও পেন্সিল বাহির করিয়া নোট করিলেন যে, গৌকুমার অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও সভ্য, গালে ভায়লেট পাউডর মাখে।

সার বার্টেল ফ্রয়ার পৃষ্ঠদেশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলেন, হাসিয়া কহিলেন, "উঁ হুঁ, চন্দনের গুঁড়া।"

যুবরাজ পাতাটি ছিঁড়িয়া কহিলেন "ড্যাম ইট; তোমরা এমন তর করিলে রাজবধূকে আমি কি শুনাইব।"

ফ্রয়ার সাহেব হাসিয়া অল্প পিছাইয়া কহিলেন, "তবে পাতাটা ছিঁড়িলেন কেন? রাখিলেই হইত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকলেই সমান বিজ্ঞ।"

যুবরাজ মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখেন যে, এক জন কটমট করিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়া-



কার্ত্তিকের পূজা

"দাদামহাশয় আজি কার্ত্তিক পূজা করিব"— প্রবন্ধ দেখ।

ছেন। শীঘ্র পকেট-বুক পকেটে পূরিয়া ফ্য়ার সাহেবের গা টিপিলেন।

ফ্য়ার সাহেব হাসিয়া উত্তর করিলেন, "উঁ হুঁ, তা নয়, কিছু ভয় নাই।"

যুবরাজ "তা নয় তো—দেখো!"

ফ্য়ার কহিলেন, "উদয়পুরের মহারাণা।"

যুবরাজ ত্বরায় পকেট-বুক বাহির করিয়া লিখিলেন—"উদয়পুরের মহারাণাদের চক্ষু অতি বৃহৎ ও কটমোটে, দেখিলে ভয় হয়, ঠিক যেন রোঘো ডাকাত। এমত লোকদের এত নিকটে থাকিতে দিবার তাৎপর্য্য কি? নর্থব্রুককে জিজ্ঞাসা করিব, অতি অন্যায়।"

এমন সময় নিজামের প্রতিনিধি সার সালার জংকে লাট সাহেব (ইণ্ট্রডিউস) পরিচিত করিয়া দিলেন।

যুবরাজ অগ্রসর হইয়া করমর্দ্দন করিলেন। দুএকটি মিষ্টালাপ করিয়া ফিরিয়া চাহিলেন।

পুনর্ব্বার নোট-বুক বাহির করিয়া লিখিলেন, "নর্থব্রুককে জিজ্ঞাসার আবশ্যক নাই, এপ্রদেশের সমস্ত রাজারি চক্ষু কটমোটে।"

নোট-বুক পকেটে পূরিতে যাইতেছেন, এমত সময় একদল মহিলা তাঁহার সমক্ষে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে দৃষ্টিগোচর হইল, দেখিয়া মনে বড় আনন্দের উদয় হইল, গদ্‌গদ্ ভাবে লিখিলেন, হিন্দু মহিলাচয় অতীব সুন্দরী, বেশ বিন্যাস অতি মনোহারী। আমি জানিতাম যে, হিন্দুমহিলাচয় সর্ব্বসমক্ষে বাহির হয় না, তাহা মিথ্যা কথা, ১৫। ১৬ বৎসরের মহিলা অবধি আমার সমক্ষে বাহির হইয়াছিল।

ফ্য়ার সাহেব পিছন হইতে দেখিতেছিলেন, হাসিয়া কহিলেন, আবার ভুল, এরা হিন্দু নহে, এরা পার্সী-মহিলা।"

যুবরাজ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আঃ! কি উৎপাত! আমি যেমন শাদা নোট-বুক এনেছি, তেমতি শাদা নিয়ে ঘরে ফিরে যাব নাকি,রাজবধূকে আমিই বা কি শুনাইব, তিনি বা কি মনে করিবেন। রাগভরে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। সকল গাড়ী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল। শেষ গাড়ীটি আর চলে না।

ডাক্তার ফেরার ফেরার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

ডাক্তার ফেরারের আর দেখা নাই।

এই সমারোহে একটি ঘোটক একটি সহিসের পা মাড়াইয়াছিল, ফেরার সাহেব এই সংবাদ পাইয়া ছুটোছুটি সেই সহিসটিকে ধরিয়া তাহার পদ (এম্পুটেট) কাটিয়া ফেলিতে লওয়াইতেছিলেন। ফেরার সাহেব পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি (এম্পুটেট) কাটিতে বিলক্ষণ

তৎপর, ও আসক্ত, কিন্তু নিজের একটি অঙ্গুলি-স্ফোটক (আঙ্গুল-হাঁড়া) কাটাইতে সাত জন ডাক্তারে হাতে পায়ে দড়ি বান্ধিয়া ধরিতে হইয়াছিল। তিনি ফাঁকতালে একটি আস্ত পরের পা কাটিতে সুযোগ পাইয়া আর ছাড়িতে পারিলেন না।

গাড়ী চলিয়া গেল, তাহার পর আমরা শ্রুত হইলাম যে, ফেরার সাহেব অতি কষ্টে রাত্রি নয় ঘটিবার সময় পদব্রজে রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পদ এম্পুটেট করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কি না, আমরা স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু এক জনু লোকের পা দুখানা হইয়াছিল আমরা শুনিয়াছি।

কার্ত্তিক পূজা।

কর্ত্তা ও গৃহিণী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় তাঁহার বালিকা পৌত্রী দ্রুতবেগে গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার পিতামহের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। পিতামহ সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বক্ষে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি দিদী কি মনে কোরে?"

পৌত্রী সৌৎসুক্যে কহিল—

"দাদা মশাই! আমি কার্ত্তিক পূজা কোর্ব্বো।"

দাদা মহাশয় হাসিয়া পৌত্রীর গাল টিপিয়া কহিলেন,—

"কেন, কার্ত্তিক পূজা করিতে সাধ গেল কেন? এর পরে যদি আবশ্যক হয় তো কোরো।"

গৃহিণী কহিলেন,—

"যা বালাই যাঃ, কার্ত্তিক পূজোর সাধ আর কোত্তে হবে না।"

পৌত্রী কহিল,—

"বাঃ! দিদী পূজো কোর্ব্বে, আর আমি বুঝি কোর্ব্বো না।"

দাদা মহাশয় কহিলেন,—

তোমার দিদীর ছেলে হয় নাই, তাই ছেলে হবার জন্য পূজা কোর্ব্বে।

পৌত্রী আগ্রহের সহিত কহিল,—

"আমারও তো ছেলে হয় নাই, আমিও তবে কোর্ব্বো।"

দাদা মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—

"দূর পাগ্‌লী, তোর খরচা দেয় কে, তোর বর কোথায়।"

পৌত্রীর মুখখানি কাঁদ কাঁদ হইল, নাকীস্বরে কহিল, "তবে আমার বিয়ে দেওনি কেন?"

দাদা—"রোস, আগে একটি বর খুঁজি, তবেত বিয়ে দেব।"

পৌত্রী—"বাঃ! তা হবে কেন, রোজ সকাল বেলা যে আমার বর হও, আজ কার্ত্তিক পূজো কত্তে দিতে হবে বোলে বুঝি বর খুঁজতে যেতে হবে। না,

আমাকে একটি কার্ত্তিক এনে দিতেই হবে।”

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন,—

এইবার, বড় যে বর হোতে যাও।

(পৌত্রীর প্রতি) বেস বোলেছিস, ছাড়িসনে, নিদেন খরচাটা নিস।

দাদা—হাসিয়া কহিলেন,—

খরচা দেবার ভয় কি, তোমার মতন কোনে পেলে আমি, অমন সাতটার খরচা দিতে পারি, তবে কথাটা কি জান; এত কার্ত্তিক কোথায় পাব, কার্ত্তিক একটি বৈত নাই। তাতে একটু প্রবীণ হয়েছে, ক জনের মন রাখ্‌বে।”

পৌত্রী—বাঃ! কার্ত্তিক বুঝি একটি, আর জোড়া কার্ত্তিক কি ?”

দাদা—“তাহোলেও তো বোন হয় না, একটি তোমার দিদী পূজো করিবেন, আর একটি কার্ত্তিক যদিও একটু বুড়ো হুড়ো, তোমার ঠাকুরুণদিদী এক চেটে কোরে রেখেছেন।

পৌত্রী—“তা হোকগে, বুড়ো হুড়ো, আমি তবুও পূজো কোর্ব্বো।”

দাদা—“তবে তোমার ঠাকুরুণদিদীকে জিজ্ঞাসা কর, কিন্তু বাবু কড়াই ভাজা খেতে দিও না, আর যদি আট ভাজা দাও তা হোলে, তার আগে একটা হামানদিস্তা দিও।

ইতি শ্রীস্কন্ধপুরাণে ধেড়ে কার্ত্তিকেয় পূজা-পদ্ধতি-দ্রব্যাদি নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

পুনা দেবীর খেদোক্তি!

কোন্ দোষে দোষী বল যুবরাজ,
হয়েছে আমার সন্তানগণ।
কেন কেন তুমি দেখিলে না আজ
তাদের বিরস ম্লান বদন॥
তুমি ভারতীর পতি অনুকূল,
পুনা কি ভারতী দাড়া হে প্রভু।
তবে কেন তারে হলে প্রতিকূল,
বুঝিতে না পারি এভাব কভু॥
কেবল ইংরেজ স্বজাতি স্বজন,
করিলে তাদেরি সহ আলাপ।
চিরদুখিনীর সন্তানে বাজনু,
ত্যজিলে, বল কি তাদের পাপ॥
দেখিতে আসিয়ে আমার সদনে,
বল কি দেখিলে হে মহাশয়।
ইংরেজে কি কভু দেখনি নয়নে,
বলনা ইহাতে কি ফলোদয়॥
এলে কি করিতে গেলে কি করিয়ে,
বুঝাও আমারে ইহার ভাব।
বহু দুঃখে কাল রয়েছি হরিয়ে,
দেখিলে না এ কি তব প্রভাব॥
যারা স্বার্থপর তাদেরি বচনে,
বশীভূত হলে ভারতীস্বামী।
ধিক্ ধিক্ মোরে ধিক্ সুতগণে,
অধিক কি আর বলিব আমি॥

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।



শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড নর্থব্রুক।

ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরেল্‌।